BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (9TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : TALAQ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

كِتَابُ الطَّلَاقِ

তালাক অধ্যায়

قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوْا الْعِدَّةَ . أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ وَعَدَّدْنَاهُ ، وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ -

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর তখন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের তালাক দিবে। وَأَحْصُوْا الْعِدَّةَ অর্থ ইদ্দতের হিসাব রাখ أَحْصَيْنَاهُ অর্থাৎ حَفِظْنَاهُ ও আমরা তার হিফাযত করেছি عَدَّدْنَاهُ ও তার হিসাব রেখেছি। সুন্নাত তালাক হল, পবিত্রকালীন সময়ে সহবাস না করে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া এবং দু'জন সাক্ষী রাখা।

٤٨٧٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ -

৪৮৭৫ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল ﷺ এর সময়ে তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলেন। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাকে নির্দেশ দাও,

banglainternet.com

সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং নিজের কাছে রেখে দেয় যতক্ষণ না সে মহিলা পবিত্র হয়ে পুনরায় ঋতুমতী হয় এবং আবার পবিত্র হয়। এরপর সে যদি ইচ্ছা করে, তাকে রেখে দিবে, আর যদি ইচ্ছা করে তবে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দেবে। আর ঐ-ই তালাকের পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার বিধান রেখেছেন।

٢٠٤١. بَابُ إِذَا طَلُقَتِ الْحَائِضُ يُعْتَدُّ بِذٰلِكَ الطَّلاَقِ

২০৪১. পরিচ্ছেদ ঃ হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে তা তালাক হিসাবে পরিগণিত হবে

٤٨٧٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا، قُلْتُ تُحْتَسَبُ، قَالَ فَمَهْ ، وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، قُلْتُ تُحْتَسَبُ، قَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ، وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ -

৪৮৭৬ সুলায়মান ইব্ন হারব (র.)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলেন, উমর (রা) বিষয়টি নবী ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ সে যেন তাকে ফিরিয়ে আনে। রাবী (ইব্ন সীরীন) বলেন, আমি বললাম, তালাকটি কি গণ্য করা হবে? তিনি (ইব্ন উমর) বললেন, তবে কি হবে? কাতাদা (র) ইউনুস ইব্ন জুবায়র (র) থেকে, তিনি ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তাকে নির্দেশ দাও সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে। আমি (ইউনুস) বললাম ঃ তালাকটি কি পরিগণিত হবে? তিনি (ইব্ন উমর) বললেন ঃ তুমি কি মনে কর? যদি সে অক্ষম হয় এবং স্বেচ্ছায় আহমকী করে। আবূ মা'মার বলেন, আবদুল ওয়ারিস আইউব থেকে, তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়র থেকে, তিনি ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ এটিকে আমার উপর এক তালাক ধরা হয়েছিল।

٢٠٤٢. بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلاَقِ

২০৪২. পরিচ্ছেদ ঃ তালাক দেওয়ার সময় স্বামী কি তার স্ত্রীর সামনাসামনি হয়ে তালাক দেবে?

٤٨٧٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ رَوَاهُ حَجَّاجٌ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ -

banglainternet.com

৪৮৭৭ হুমাইদী (র)..... আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুহরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ -এর কোন্ সহধর্মিণী তাঁর থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিল? উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'উরওয়া (রা) আয়েশা (রা) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, জাওনের কন্যাকে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট (একটি ঘরে) পাঠানো হল আর তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, তখন সে বলল, আমি তোমার থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি তো এক মহান সত্তার কাছে পানাহ চেয়েছ। তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাজ্জাজ ইব্ন আবূ মানী'ও বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতামহ থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি 'উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে।

٤٨٧٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غُسَيْلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِيْ أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيْ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ حَتّٰى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجْلِسُوْا هَاهُنَا وَدَخَلَ، وَقَدْ أُتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ، فَأُنْزِلَتْ فِيْ بَيْتٍ فِيْ نَخْلٍ بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيْلَ وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ هَبِي نَفْسَكِ لِيْ قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوْقَةِ قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا أُسَيْدٍ، أَكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا = وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيْدِ النَّيْسَابُوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ وَأَبِيْ أُسَيْدٍ قَالاَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيْلَ، فَلَمَّا أَدْخَلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذٰلِكَ ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوْهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ -

৪৮৭৮ আবূ নুয়ায়ম (র)..... আবূ উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে বের হয়ে শাওত নামক বাগানের নিকট দিয়ে চলতে চলতে দু'টি বাগান পর্যন্ত পৌঁছলাম এবং এ দু'টির মাঝখানে বসে পড়লাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা এখানে বসে থাক। তিনি (ভিতরে) প্রবেশ করলেন। তখন নু'মান ইব্ন শারাহীলের কন্যা জুয়াইনাকে উমাইমার খেজুর বাগানস্থিত ঘরে পৌঁছান হয়। আর তাঁর সাথে তাঁর সেবার জন্য ধাত্রীও ছিল। নবী ﷺ যখন তার কাছে গিয়ে বললেন, তুমি নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ কর। তখন সে বলল ঃ কোন্ রাজকুমারী কি কোন্ বাজারী (নীচ) ব্যক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে? রাবী বলেন ঃ এরপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন তার শরীরে রাখার জন্য, যাতে সে শান্ত হয়। সে বলল ঃ আমি তোমার থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই। তিনি বললেন ঃ তুমি উপযুক্ত সত্তারই আশ্রয় নিয়েছ। এরপর তিনি

banglainternet.com

আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ হে আবূ উসায়দ! তাকে দু'খানা কাতান কাপড় পরিয়ে দাও এবং তাকে তার পরিবারের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।

হুসাইন ইব্ন ওয়ালীদ নিশাপুরী (র)..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ ও আবূ উসায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন যে, নবী ﷺ উমাইমা বিন্ত শারাহীলকে বিবাহ করেন। পরে তাকে তার কাছে আনা হলে তিনি তার দিকে হাত বাড়ালেন। সে এটি অপছন্দ করল। এরপর তিনি আবূ উসায়দকে নির্দেশ দিলেন, তার জিনিস গুটিয়ে এবং দু'খানা কাতান বস্ত্র পরিয়ে তাকে তার পরিবারে পৌঁছে দিতে।

٤٨٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيْهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ بِهٰذَا -

৪৮৭৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ উসায়দ ও সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤٨٨٠ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ فَهَلْ عُدَّ ذٰلِكَ طَلَاقًا ؟ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ -

৪৮৮০ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র.)..... আবূ গাল্লাব ইউনুস ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমরকে বললাম ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছে। তিনি বললেন, তুমি ইব্ন 'উমরকে চেন। ইব্ন 'উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিল। তখন 'উমর (রা) নবী ﷺ -এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। পরে তার স্ত্রী পবিত্র হলে, সে যদি চায় তবে তাকে তালাক দেবে। আমি বললাম ঃ এতে কি তালাক গণনা করা হয়েছিল? তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর? যদি সে অক্ষম হয় এবং স্বেচ্ছায় বোকামী করে।

٢٠٤٣ . بَابُ مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالٰى : اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِيْ مَرِيْضٍ طَلَّقَ لَا أَرٰى أَنْ تَرِثَ مُبْتُوْتَتُهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَرِثُهُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذٰلِكَ -

banglainternet.com

২০৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ যারা তিন তালাককে জায়েয মনে করেন। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এই তালাক দু'বার, এরপর হয় সে বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভভাবে মুক্ত করে দিবে। (২ঃ২২৯) ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন, যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় তালাক দেয় তার তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ওয়ারিস হবে বলে আমি মনে করি না। শা'বী (র) বলেন ওয়ারিস হবে। ইব্‌ন শুবরুমা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে মহিলা অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে কি? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। ইব্‌ন শুবরুমা পুনরায় প্রশ্ন করলেন ঃ যদি দ্বিতীয় স্বামীও মারা যায় তা হলে? (অর্থাৎ আপনার মতানুযায়ী উক্ত স্ত্রীর উভয় স্বামীর ওয়ারিস হওয়া জরুরী হয়) এরপর শা'বী তাঁর পূর্ব মত প্রত্যাহার করেন

٤٨٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَ رَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَ عَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ، قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا و أَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ -

৪৮৮১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'উওয়াইমির 'আজলানী (রা) 'আসেম ইব্‌ন 'আদী আনসারী (রা)-এর নিকট এসে তাকে বললেন ঃ হে 'আসিম! যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপর কোন পুরুষকে (ব্যভিচার-রত) দেখতে পায় এবং সে তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে কি তোমরা তাকে হত্যা করবে? (আর যদি হত্যা না করে) তবে সে কি করবে? হে আসিম! আমার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা কর। 'আসিম (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদকে অপছন্দনীয় এবং দূষণীয় মনে করলেন। এমন কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি শুনে

banglainternet.com

'আসিম (রা) ঘাবড়ে গেলেন। এরপর 'আসিম (রা) স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে উওয়াইমির (রা) এসে বললেন ঃ হে আসিম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কি জবাব দিলেন? আসিম (রা) বললেন ঃ তুমি কল্যাণকর কিছু নিয়ে আমার কাছে আসনি। তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ না পছন্দ করেছেন। উওয়াইমির (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! (উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত) এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেই থাকব। উওয়াইমির (রা) এসে লোকদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে পেলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে পরপুরুষকে (ব্যভিচার-রত) দেখতে পায়, আর তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে আপনারা কি তাকে হত্যা করবেন? আর যদি সে (স্বামী) হত্যা না করে, তবে কি করবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তুমি গিয়ে তাঁকে (তোমার পত্নীকে) নিয়ে আস। সাহ্ল (রা) বলেন, এরপর তারা দু'জনে লি'আন করলো। আমি সে সময় (অন্যান্য) লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ছিলাম। উভয়ের লি'আন করা হয়ে গেলে উওয়াইমির (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ এখন যদি আমি তাকে (স্ত্রীত্বে) রাখি তবে এটা তার উপর মিথ্যারোপ করা হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে আদেশ দেওয়ার পূর্বেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, পরবর্তীতে লি'আনকারীদ্বয়ের পন্থা হল ঐ বিচ্ছিন্নতা।

٤٨٨٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ -

৪৮৮২ সাঈদ ইব্ন 'উফাইর (র.)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফা'আ কুরাযীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রিফা'আ আমাকে পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের তালাক (তিন তালাক) দিয়েছে। পরে আমি আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়র কুরাযীকে বিবাহ করি। কিন্তু তার কাছে কাপড়ের কিনারা সদৃশ বৈ কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সম্ভবতঃ তুমি রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে ইচ্ছা করছ। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করে এবং তুমি তার স্বাদ গ্রহণ কর।

٤٨٨٣ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ لاَ حَتَّى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ -

banglainternet.com

৪৮৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে সে (স্ত্রী) অন্যত্র বিবাহ করল। পরে দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিল। নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ মহিলাটি কি প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে? তিনি বললেন ঃ না। যতক্ষণ না সে (দ্বিতীয় স্বামী) তার স্বাদ গ্রহণ করবে, যেমন করেছিল প্রথম স্বামী।

٢٠٤٤ . بَابُ مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

২০৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীদেরকে ইখ্‌তিয়ার দিল। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীদের বলুন, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর, তবে এস আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় করে দেই

٤٨٨٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ أَنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَى قَوْلِهِ أَجْرًا عَظِيمًا قَالَتْ فَقُلْتُ أَفِي هٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ .

৪৮৮৪ আবুল ইয়ামান (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ স্বীয় স্ত্রীদেরকে ইখ্‌তিয়ার দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদিষ্ট হলে প্রথমে তিনি আমার নিকট এসে বলেন ঃ আমি তোমার নিকট এমন একটি বিষয় উল্লেখ করছি, সে সম্পর্কে তুমি আপন মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ ব্যতীত তড়িঘড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত নিবে না। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ আর তিনি তো জানেন যে, আমার মাতা-পিতা আমাকে তাঁর থেকে বিচ্ছেদের আদেশ দিবেন না। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'হে নবী! আপনার সহধর্মিণীদেরকে বলুন – তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ চাও, তবে এস আমি তোমাদেরকে ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই.....। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম এই তুচ্ছ বিষয়ে আমাকে মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করতে হবে? আমি তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও পরকালের আবাসই কামনা করছি। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অন্যান্য স্ত্রীও আমার ন্যায় উত্তর দিলেন।

banglainternet.com

٤٨٨٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا -

৪৮৮৫ 'উমর ইব্ন হাফ্স (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ইখ্তিয়ার দিলে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই গ্রহণ করলাম। আর এতে আমাদের প্রতি তালাক সাব্যস্ত হয়নি।

٤٨٨٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ خَيَّرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَفَكَانَ طَلاَقًا، قَالَ مَسْرُوْقٌ لاَ أُبَالِيْ أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِيْ -

৪৮৮৬ মুসাদ্দাদ (র)..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে ইখ্তিয়ার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (অর্থাৎ এতে তালাক হবে কিনা)। তিনি উত্তর দিলেন ঃ নবী ﷺ আমাদেরকে ইখ্তিয়ার দিয়েছিলেন। তাহলে সেটা কি তালাক ছিল? মাসরূক বলেন ঃ তবে সে (স্ত্রী) আমাকে গ্রহণ করার পর আমি তাকে একবার ইখ্তিয়ার দিই বা শতবার দিই – (তাতে কিছু মনে করব না)।

٢٠٤٥. بَابُ إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوِ الْخَلِيَّةُ أَوِ الْبَرِيَّةُ أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ فَهُوَ عَلٰى نِيَّتِهِ ، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ، وَقَالَ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً، وَقَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ، وَقَالَ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ، وَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَأْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهِ

২০৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে (তার স্ত্রীকে) বলল – 'আমি তোমাকে পৃথক করলাম,' বা 'আমি তোমাকে বিদায় দিলাম,' বা 'তুমি মুক্ত বা বন্ধনহীন' অথবা এমন কোন বাক্য উচ্চারণ করল যা দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য হয়। তবে তা তার নিয়্যাতের উপর নির্ভর করবে। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ "তাদেরকে সৌজন্যের সাথে বিদায় দাও", তিনি আরও বলেন – আমি তোমাদেরকে সৌজন্যের সাথে বিদায় দিচ্ছি। আরও বলেন – "হয়ত বৈধ পন্থায় ফিরিয়ে রাখবে নতুবা উত্তমরূপে ছেড়ে দিবে।" আরও বলেন, তাদেরকে সৌজন্যের সাথে বিচ্ছিন্ন করে দাও। আর 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ জানতেন আমার মা-বাপ আমাকে তাঁর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ দিবেন না

banglainternet.com

٢٠٤٦ . بَابُ مَنْ قَالَ لاِمْرَاَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ نِيَّتُهُ، وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلاَقِ وَالْفِرَاقِ ، وَ لَيْسَ هٰذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ لأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ وَقَالَ فِي الطَّلاَقِ ثَلاَثًا . لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا، قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي بِهٰذَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ

২০৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল – "তুমি আমার জন্য হারাম।" হাসান (র) বলেন, তবে তা তার নিয়্যাত অনুযায়ী হবে। 'আলিমগণ বলেন, যদি কেউ আর স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। তাঁরা এটাকে হারাম আখ্যায়িত করেছেন, যা তালাক বা বিচ্ছেদ দ্বারা সম্পন্ন হয়। তবে এ হারাম করাটা তেমন নয়, যেমন কেউ খাদ্যকে হারাম ঘোষণা করল; কেননা হালাল খাদ্যকে হারাম বলা যায় না। কিন্তু তালাকপ্রাপ্তাকে হারাম বলা যায়। আবার তিন তালাকপ্রাপ্তা সম্বন্ধে বলেছেন, সে (স্ত্রী) অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। লায়স (র) নাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন 'উমর (রা)-কে তিন তালাক প্রদানকারী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন ঃ যদি তুমি এক বা দুই দিতে! কেননা নবী ﷺ আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই কেউ স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে তার জন্য সে হারাম হয়ে যাবে, যতক্ষণ না সে (স্ত্রী) অন্যত্র বিবাহ করে

٤٨٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلَ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيْدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ زَوْجِيْ طَلَّقَنِيْ ، وَ إِنِّيْ تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِيْ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِيْ إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّيْ إِلَى شَيْءٍ فَأَحِلُّ لِزَوْجِيْ الأَوَّلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَحِلِّيْنَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوْقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ -

৪৮৮৭ মুহাম্মদ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিলে সে (স্ত্রী) অন্য স্বামীকে বিবাহ করে। পরে সেও তাকে তালাক দেয়। তার লিঙ্গ ছিল কাপড়ের কিনারা সদৃশ। সুতরাং মহিলা তার থেকে নিজের মনস্কামনা সিদ্ধ করতে পারল না। দ্বিতীয় স্বামী অবিলম্বে তালাক দিলে সে (মহিলা) নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

banglainternet.com

আমার স্বামী আমাকে তালাক দিলে আমি অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। এরপর সে আমার সাথে সংগত হয়। কিন্তু তার সাথে কাপড়ের কিনারা সদৃশ বৈ কিছুই নেই। তাই সে একবারের অধিক আমার নিকটস্থ হল না এবং আপন মনস্কামনা সিদ্ধ করতে সক্ষম হল না। এরূপ অবস্থায় আমি আমার প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হব কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তোমার কিছু স্বাদ উপভোগ করে, আর তুমিও তার কিছু স্বাদ আস্বাদন কর।

٢٠٤٧. بَابُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ

২০৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ এমন বস্তুকে আপনি কেন হারাম করছেন যা আল্লাহ্ আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছেন?

٤٨٨٨ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

৪৮৮৮ হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র)..... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হারাম বলে ঘোষণা করে তবে তাতে কিছু (তালাক) হয় না। তিনি আরও বলেন ঃ নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

٤٨٨٩ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ، لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً -

৪৮৮৯ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যায়নাব বিন্‌ত জাহাশের নিকট কিছু বিলম্ব করতেন এবং সেখানে তিনি মধু পান করতেন। আমি ও হাফসা পরামর্শক্রমে ঠিক করলাম যে, আমাদের মধ্যে যার কাছেই নবী ﷺ প্রবেশ করবেন, সেই

banglainternet.com

যেন বলি – আমি আপনার থেকে মাগাফীর-এর গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন। এরপর তিনি তাদের একজনের নিকট প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে অনুরূপ বললেন। তিনি বললেনঃ বরং আমি যায়নাব বিন্ত জাহাশের নিকট মধু পান করেছি। আমি পুনঃ এ কাজ করব না। এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয় (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ "হে নবী! এমন বস্তুকে হারাম করছেন কেন, যা আল্লাহ্‌ আপনার জন্য হালাল করেছেন..... যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা কর" পর্যন্ত। এখানে 'আয়েশা ও হাফসা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আর আল্লাহর বাণী যখন নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন – 'বরং আমি মধু পান করেছি'-এ কথার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়।

٤٨٩٠. حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُوْ مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيْلَ لِيَ أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ فَسَقَتِ النَّبِيَّ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدْنُوْ مِنْكِ فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُوْلِيْ أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَإِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكِ لاَ، فَقُوْلِيْ لَهُ مَا هٰذِهِ الرِّيْحَ الَّتِيْ أَجِدُ مِنْكَ فَإِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكِ سَقَتْنِيْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُوْلِيْ لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُوْلُ ذٰلِكَ، وَقُوْلِيْ أَنْتِ يَاصَفِيَّةُ ذَاكِ قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ، فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ بِمَا أَمَرْتَنِيْ بِهِ فَرَقًا مِنْكَ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ قَالَ لاَ، قَالَتْ فَمَا هٰذِهِ الرِّيْحُ الَّتِيْ أَجِدُ مِنْكَ ؟ قَالَ سَقَتْنِيْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذٰلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلاَ أَسْقِيْكَ مِنْهُ ؟ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِيَ فِيْهِ، قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قُلْتُ لَهَا اسْكُتِيْ -

৪৮৯০ ফারওয়া ইব্‌ন আবুল মাগরা (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ মধু ও হালুয়া (মিষ্টি) পছন্দ করতেন। আসরের সালাত শেষে তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের নিকট যেতেন। এরপর তাঁদের একজনের ঘনিষ্ঠ হতেন। একদা তিনি হাফসা বিন্ত উমরের কাছে গেলেন এবং অন্যান্য দিন অপেক্ষা বেশী সময় অতিবাহিত করলেন। এতে আমি ঈর্ষা করলাম। পরে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে অবগত হলাম যে, তার (হাফসার) গোত্রের জনৈকা মহিলা তাঁকে এক পাত্র মধু হাদিয়া দিয়েছিল। তা থেকেই তিনি নবী ﷺ কে কিছু পান করিয়েছেন। আমি বললাম ঃ

banglainternet.com

আল্লাহর কসম! আমরা এজন্য একটি ফন্দি আঁটব। এরপর আমি সাওদা বিনত যাম্'আকে বললাম, তিনি (রাসূলুল্লাহ্) ﷺ তো এখনই তোমার কাছে আসছেন, তিনি তোমার নিকটবর্তী হলেই তুমি বলবে, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে বলবেন "না"। তখন তুমি তাঁকে বলবে, তবে আমি কিসের গন্ধ পাচ্ছি? তিনি বলবেন ঃ হাফসা আমাকে কিছু মধু পান করিয়েছে। তুমি তখন বলবে, এর মৌমাছি মনে হয় 'উরফুত (এক জাতীয় গাছ) নামক বৃক্ষ থেকে মধু আহরণ করেছে। আমিও তাই বলব। সাফিয়্যা! তুমিও তাই বলবে। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ সাওদা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! তিনি দরজার নিকট আসতেই আমি তোমার ভয়ে তোমার আদিষ্ট কাজ পালনে প্রস্তুত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর নিকটবর্তী হলেন, তখন সাওদা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি বললেন ঃ না। সাওদা বললেন, তবে আপনার কাছ থেকে এ কিসের গন্ধ পাচ্ছি? তিনি বললেন ঃ হাফসা আমাকে কিছু মধু পান করিয়েছে। সাওদা বললেন, এর মধু মক্ষিকা 'উরফুত' নামক বৃক্ষের মধু আহরণ করেছে। এরপর তিনি ঘুরে যখন আমার কাছে এলেন, তখন আমিও অনুরূপ বললাম। তিনি সাফিয়্যার কাছে গেলে তিনিও এরূপ উক্তি করলেন। পরদিন যখন তিনি হাফসার কাছে গেলেন ঃ তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনাকে মধু পান করাব কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এর আমার কোন প্রয়োজন নেই। 'আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, সাওদা বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমরা তাঁকে বিরত রেখেছি। আমি তাকে বললাম ঃ চুপ কর।

٢٠٤٨. بَابُ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَعَلَ اللهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَيُرْوَى فِيْ ذٰلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ

২০৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ বিবাহের পূর্বে তালাক নেই। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কোন মু'মিন রমণীকে বিবাহ কর এবং সংগমের পূর্বেই তালাক দাও, তখন তোমাদের জন্য তাদেরকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। সুতরাং তাদেরকে কিছু সম্মানী দিয়ে সৌজন্যের সাথে বিদায় দাও। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ (এ আয়াতে) আল্লাহ্ তা'আলা বিবাহের পরে তালাকের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে 'আলী (রা) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যেব (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র)

banglainternet.com

আবূ বক্‌র ইব্‌ন 'আবদুর রহমান, 'উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উত্‌বা, আবান ইব্‌ন 'উসমান, 'আলী ইব্‌ন হুসাইন, শুরায়হ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, কাসিম, সালিম, তাঊস, হাসান, ইকরামা, 'আতা, 'আমির ইব্‌ন সা'দ, জাবির ইব্‌ন যায়েদ, নাফি' ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার, মুজাহিদ, কাসিম ইব্‌ন 'আবদুর রহমান, 'আমর ইব্‌ন হারিম ও শা'বী (র) প্রমুখ থেকেও বর্ণিত আছে যে, বিবাহের পূর্বে তালাক বর্তায় না

٢٠٤٩. بَابُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ هٰذِهِ أُخْتِيْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِسَارَةَ هٰذِهِ أُخْتِيْ وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

২০৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ বিশেষ কারণে স্বীয় স্ত্রীকে যদি কেউ বোন বলে পরিচয় দেয়, তাতে কিছু হবেনা। নবী ﷺ বলেন ঃ ইব্‌রাহীম (আ) (এক সময়) স্বীয় সহধর্মিণী সারাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, এটি আমার বোন। আর তা ছিল দীনী সম্পর্কের সূত্রে

٢٠٥٠. بَابُ الطَّلاَقِ فِي الإِغْلاَقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُوْنِ وَأَمْرِهِمَا وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاَقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، وَتَلاَ الشَّعْبِيُّ : لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا، وَمَا لاَ يَجُوْزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوَسِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِيْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَبِكَ جُنُوْنٌ. وَقَالَ عَلِيٌّ بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَلُوْمُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيْدٌ لِأَبِيْ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ. وَقَالَ عُثْمَانُ لَيْسَ لِمَجْنُوْنٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لاَ يَجُوْزُ طَلاَقُ الْمُوَسْوَسِ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ فَلَهُ شَرْطُهُ وَقَالَ نَافِعٌ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بَتَّتْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيْمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِيْ طَالِقٌ ثَلاَثًا يُسْئَلُ عَمَّا قَالَ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِيْنَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِيْنِ، فَإِنْ سَمَّى أَجَلاً أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِيْنَ حَلَفَ جُعِلَ ذٰلِكَ فِيْ دِيْنِهِ وَأَمَانَتِهِ - وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ إِنْ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْكِ نِيَّتُهُ، وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ، وَقَالَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ حَمَلْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا يَعُشَّاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَالَ

banglainternet.com

الْحَقِي بِأَهْلِكِ نِيَّتُهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الطَّلاَقُ عَنْ وَطَرٍ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيْدَ بِهِ وَجْـــهُ اللهِ - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَاتِيْ نِيَّتُهُ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهُوَ مَا نَوَى وَقَالَ عَلِـــيٌّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَقَالَ عَلِيٌّ وَكُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ، إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوْهِ

২০৫০. পরিচ্ছেদ ঃ বাধ্য হয়ে, মাতাল ও পাগল অবস্থায় তালাক দেওয়া এবং এতদুভয়ের বিধান সম্বন্ধে। ভুলবশত ঃ তালাক দেওয়া এবং শিরক্ ইত্যাদি সম্বন্ধে। (এসব নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল)। কেননা নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি কাজ নিয়্যাত অনুসারে বিবেচিত হয়। প্রত্যেকে তা-ই পায়, যার সে নিয়্যাত করে। শা'বী (র) পাঠ করেন ঃ لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا (হে আমাদের প্রতিপালক) আমরা যদি ভুল ভ্রান্তি বশতঃ কোন কাজ করে ফেলি, তবে সে জন্য আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। ওয়াসওয়াসা সম্পন্ন ব্যক্তির স্বীকারোক্তিতে যা দুরস্ত হয় না। স্বীয় যিনার কথা স্বীকারকারী জনৈক ব্যক্তিকে নবী ﷺ বলেছিলেন ঃ তুমি কি পাগল হয়েছ? 'আলী (রা) বলেন, হামযা (রা) আমার দু'টি উটনীর পার্শ্বদেশ ফেঁড়ে ফেললে, নবী ﷺ হামযাকে তিরস্কার করতে থাকেন। হঠাৎ দেখা গেল নেশায় হামযার চক্ষুযুগল রক্তিম হয়ে গেছে।' এরপর হামযা বললেন, তোমরা তো আমার বাবার গোলাম বৈ নও। তখন নবী ﷺ বুঝতে পারলেন, তিনি নিশাগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন আমরাও তাঁর সাথে বেরিয়ে এলাম। 'উসমান (রা) বলেন ঃ পাগল ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তালাক প্রযোজ্য হয় না। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নেশাগ্রস্ত ও বাধ্য হয়ে তালাক দানকারীর তালাক জায়েয নয়। 'উক্বা ইব্ন' আমির (রা) বলেন, ওয়াসওয়াসা সম্পন্ন (সন্দেহের বাতিকগ্রস্ত) ব্যক্তির তালাক কার্যকর হয় না। 'আতা (র) বলেন ঃ তালাক শর্ত যুক্ত করে তালাক দিলে শর্ত পাওয়ার পরই তালাক হবে। নাফি' (র) জিজ্ঞেস করলেন, ঘর থেকে বের হওয়ার শর্তে স্বীয় স্ত্রীকে জনৈক ব্যক্তি তিন তালাক দিল– (এর হুকুম কি?)। ইব্ন 'উমর (র) বললেন ঃ যদি সে মহিলা ঘর থেকে বের হয়, তাহলে সে তিন তালাকপ্রাপ্তা হবে। আর যদি বের না হয়, তাহলে কিছুই হবে না। যুহ্রী (র) বলেন, যে ব্যক্তি বলল ঃ যদি আমি এরূপ না করি, তবে আমার স্ত্রীর প্রতি তিন তালাক প্রযোজ্য হবে। তার সম্বন্ধে যুহ্রী (র) বলেন, উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, শপথ কালে তার ইচ্ছা কি ছিল? যদি সে ইচ্ছাকৃত সময়সীমা নির্ধারণ করে থাকে এবং শপথ কালে তার এ ধরনের নিয়্যাত থাকে, তাহলে এ বিষয়কে তার দীন ও আমানতের উপর ন্যস্ত করা হবে। ইবরাহীম (র) বলেন, যদি সে বলে, "তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই"; তবে তার নিয়্যাত অনুসারে কাজ হবে। আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক তাদের নিজস্ব ভাষায় তালাক দিতে পারে। কাতাদা (র) বলেন ঃ যদি কেউ বলে তুমি গর্ভবতী হলে,

banglainternet.com

১. এ সময় মদ পান করা হারাম হয়নি।

তোমার প্রতি তিন, তালাক। তাহলে সে প্রত্যেক তুহরে স্ত্রীর সাথে একবার সংগম করবে। যখন গর্ভ প্রকাশ পাবে, তৎক্ষণাৎ সে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। হাসান (র) বলেন, যদি কেউ বলে, "তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও", তবে তার নিয়্যাত অনুযায়ী কাজ হবে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ প্রয়োজনের তাগিদে তালাক দেওয়া যায়। আর দাসমুক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে থাকলেই করা যায়। যুহরী (র) বলেন, যদি কেউ বলে ঃ তুমি আমার স্ত্রী নও, তবে তালাক হওয়া বা না হওয়া নিয়্যাতের উপর নির্ভর করবে। যদি সে তালাকের নিয়্যাত করে থাকে, তবে তাই হবে। 'আলী (রা) (উমর (রা)-কে সম্বোধন করে) বলেন ঃ আপনি কি অবগত নন যে, তিন ধরনের লোক থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে। এক, পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে হুশ ফিরে পায়; দুই, শিশু যতক্ষণ না সে বালেগ হয়, তিন, ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়। 'আলী (রা) (আরও) বলেন ঃ পাগল লোক ব্যতীত অন্য সকলের তালাক কার্যকর হয়

٤٨٩١ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ مَاحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَوْتَتَكَلَّمْ، قَالَ قَتَادَةُ إِذَا طَلَّقَ فِيْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ -

৪৮৯১ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ আমার উম্মতের অন্তরে জাগ্রত ধারণাসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না সে তা কার্যে পরিণত করে বা ব্যক্ত করে। কাতাদা (র) বলেন ঃ মনে মনে তালাক দিলে তাতে কিছুই হবে না।

٤٨٩٢ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ أَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِيْ أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَدَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُوْنٌ هَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ -

৪৮৯২ আস্‌বাগ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এলো; তখন তিনি ছিলেন মসজিদে। সে বলল ঃ সে ব্যভিচার করেছে। নবী ﷺ তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। নবী ﷺ যেদিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন, সেদিকে এসে উক্ত ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে বারবার (ব্যভিচারের) সাক্ষ্য দিল। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হাঁ, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ঈদগাহ নিয়ে রজম করার নির্দেশ দিলেন। প্রস্তরাঘাত যখন তাকে অতিষ্ঠ করে তুলল, তখন সে পালিয়ে গেল। অবশেষে তাকে হাররা নামক স্থানে পাকড়াও করা হল এবং হত্যা করা হল।

banglainternet.com

٤٨٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْآخِرَ قَدْ زَنَى يَعْنِي نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْآخِرَ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ، هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ، وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ -

৪৮৯৩ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এল, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। লোকটি তাঁকে ডেকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হতভাগ্য ব্যভিচার করেছে। সে একথা দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চাইল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি যে দিক ফিরলেন সে সেদিকে গিয়ে আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হতভাগ্য যিনা করেছে। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর সেও সে দিকে গেল যে দিকে তিনি মুখ ফিরালেন এবং পুনরায় সে কথা বলল। তিনি চতুর্থবার মুখ ফিরিয়ে নিলে সেও সেদিকে গেল। যখন সে নিজের সম্পর্কে চারবার সাক্ষী দিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি কি পাগল হয়েছ? সে বলল, না। নবী ﷺ বললেন ঃ তাকে নিয়ে যাও এবং রজম কর। (পাথর মেরে হত্যা কর) লোকটি ছিল বিবাহিত। যুহরী (র) বলেন, জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে যিনি শুনেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন, রজমকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা মদীনার মুসল্লায় (ঈদগাহে) তাকে রজম করলাম। পাথর যখন তাকে অতিষ্ঠ করে তুললো, সে তখন পালিয়ে গেল। হাররা নামক স্থানে আমরা তাকে ধরলাম এবং রজম করলাম। অবশেষে সে মারা গেল।

٢٠٥١. بَابُ الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ الظَّالِمُونَ، وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا، وَقَالَ طَاوُسٌ : إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ

banglainternet.com

২০৫১. পরিচ্ছেদ ঃ খোলার বর্ণনা এবং তালাক হওয়ার নিয়ম। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমরা নারীদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল হবে না..... অত্যাচারী পর্যন্ত।" 'উমার (রা) কাযীর অনুমতি ছাড়া খুলা'কে বৈধ বলেছেন। 'উসমান (রা) মাথার বেনী ছাড়া অন্য সব কিছুর পরিবর্তে খুলা' করার অনুমতি দিয়েছেন। তাউস (র) বলেন, যদি তারা উভয় আল্লাহ্‌র সীমা ঠিক না রাখতে পারার আশংকা করে অর্থাৎ সংসার জীবনে তাদের প্রত্যেকের উপর যে দায়িত্ব আল্লাহ্ অর্পণ করেছেন সে ব্যাপারে তিনি বোকাদের মাঝে একথা বলেন নি যে, খুলা ততক্ষণ বৈধ হবে না, যতক্ষণ না মহিলা তাকে সহবাস থেকে বাধা দিবে

٤٨٩٤ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً -

৪৮৯৪ আয্‌হার ইব্‌ন জামীল (র) ..... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাবিত ইব্‌ন কায়স এর স্ত্রী নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারিত্রিক বা ধর্মীয় বিষয়ে সাবিত ইব্‌ন কায়সের উপর আমি কোন দোষারোপ করছি না। তবে আমি ইস্‌লামে থেকে কুফরী করা (অর্থাৎ স্বামীর সাথে অমিল) পছন্দ করছি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? মহিলা উত্তর দিলঃ হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি বাগানটি নিয়ে তাঁকে (মহিলাকে) তালাক দিয়ে দাও।

٤٨٩٥ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بِهٰذَا وَقَالَ تُرَدِّينَ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْهَا وَأَمَرَهُ يُطَلِّقُهَا، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلِّقْهَا وَعَنِ ابْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لاَ أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، وَلَكِنِّي لاَ أُطِيقُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ نَعَمْ -

৪৮৯৫ ইস্‌হক্ ওয়াসিতী (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়ের ভগ্নী থেকেও উক্ত হাদীসটি বর্ণিত। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? মহিলা বলল ঃ হাঁ। পরে সে বাগানটি ফেরত দিল, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তালাক দেওয়ার জন্য তার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তাহ্‌মান খালিদ থেকে, তিনি ইক্‌রামা থেকে তিনি নবী ﷺ থেকে "তাকে

banglainternet.com

তালাক দাও" কথাটিও বর্ণনা করেছেন। অন্য বর্ণনায় ইব্ন আবূ তামীমা ইক্‌রামা সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ সাবিত ইব্ন কায়স্ (রা.)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সাবিতের দীনদারী ও চরিত্র সম্পর্কে আমি কোন দোষ দিচ্ছি না, তবে আমি তার সাথে সংসার জীবন যাপন করতে পারছি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? সে বলল ঃ হাঁ।

٤٨٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُوْ نُوْحٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِيْ دِيْنٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلاَّ إِنِّيْ أَخَافُ الْكُفْرَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ، فَرُدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا -

৪৮৯৬ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক মুখার্‌রেমী (র)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস(রা)-এর স্ত্রী নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সাবিতের ধর্ম ও চরিত্র সম্পর্কে কোন দোষ দিচ্ছি না। তবে আমি কুফরীর আশংকা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি তার বাগানটি ফেরৎ দিতে প্রস্তুত আছ? সে বলর ঃ হাঁ। এরপর সে বাগানটি তাকে। (তার স্বামীকে) ফিরিয়ে দিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার স্বামীকে নির্দেশ দিলে, সে মহিলাকে পৃথক করে দিল।

٤٨٩٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ جَمِيْلَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ -

৪৮৯৭ সুলায়মান (র)..... ইক্‌রামা (র) থেকে বর্ণিত যে, জামীলা (সাবিতের স্ত্রী) এরপর উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেন।

٢٠٥٢. بَابُ الشِّقَاقِ وَهَلْ يُشِيْرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ خَبِيْرًا

২০৫২. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ক্ষতির আশংকায় খুলা'র প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে কি? মহান আল্লাহ্ বাণী ঃ "যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশংকা কর, তবে উভয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে একজন করে সালিশ নিযুক্ত কর। যদি তারা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে সংশোধন হতে চায়, তবে আল্লাহ্ তাদের জন্য সে উপায় বের করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে অবহিত এবং তিনি সব কিছুর খবর রাখেন।" (৪ ঃ ৩৫)

banglainternet.com

٤٨٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ بَنِي الْمُغِيْرَةِ اسْتَأْذَنُوْا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ فَلاَ آذَنُ -

৪৮৯৮ আবুল ওয়ালীদ (র)..... মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, বনু মুগীরার লোকেরা তাদের মেয়েকে 'আলীর সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য আমার অনুমতি প্রার্থনা করছে, আমি এর অনুমতি দিতে পারি না।

٢٠٥٣ . بَابُ لاَ يَكُوْنُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقًا

২০৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ বিক্রয়ের কারণে দাসী তালাক হয় না

٤٨٩٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ فِيْ بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِيْ زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُوْرُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيْهَا لَحْمٌ، قَالُوْا بَلَى، وَلٰكِنْ ذٰلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ -

৪৮৯৯ ইস্মাঈল ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)..... নবী সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার মাধ্যমে (শরীয়তের) তিনটি বিধান জানা গেছে। এক. তাকে আযাদ করা হলো. এরপর তাকে তার স্বামীর সাথে থাকা বা না থাকার ইখ্তিয়ার দেওয়া হলো। দুই. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আযাদকারী আযাদকৃত গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে। তিন. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন, দেখতে পেলেন ডেগে গোশ্ত উথলিয়ে উঠছে। তাঁর কাছে রুটি ও ঘরের অন্য তরকারী উপস্থিত করা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ গোশ্তের পাত্র দেখছি না যে যার ভিতর গোশ্ত ছিল? লোকেরা জবাব দিল, হাঁ, কিন্তু সে গোশ্ত বারীরাকে সাদাকা হিসাবে দেওয়া হয়েছে। আর আপনি তো সাদাকা খান না? তিনি বললেন ঃ তার জন্য সাদাকা, আর আমাদের জন্য এটা হাদিয়া।

٢٠٥٤ بَابُ خِيَارِ الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

২০৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ দাসী স্ত্রী আযাদ হওয়ার পরে গোলাম স্বামীর সাথে থাকা বা না থাকার ইখ্তিয়ার

٤٩٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدًا يَعْنِيْ زَوْجَ بَرِيْرَةَ -

banglainternet.com

৪৯০০ আবুল ওয়ালীদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাকে অর্থাৎ বারীরার স্বামীকে ক্রীতদাস অবস্থায় দেখেছি।

٤٩٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلاَنٍ يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي عَلَيْهَا -

৪৯০১ আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; অমুক গোত্রের গোলাম এই মুগীস অর্থাৎ বারীরার স্বামী; আমি যেন তাকে এখনও মদীনার অলিতে গলিতে ক্রন্দনরত অবস্থায় বারীরার পিছু পিছু ঘুরতে দেখতে পাচ্ছি।

٤٩٠٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ، يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، عَبْدًا لِبَنِي فُلاَنٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ -

৪৯০২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বারীরার স্বামী কালো গোলাম ছিল। তার নাম মুগীস। সে অমুক গোত্রের গোলাম ছিল। আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি সে মদীনার অলিতে গলিতে বারীরার পিছু পিছু ঘুরছে।

٢٠٥٥. بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ

২০৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ বারীরার স্বামীর ব্যাপারে নবী ﷺ -এর সুপারিশ

٤٩٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبَّاسٍ يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتِيهِ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي، قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ، قَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ -

৪৯০৩ মুহাম্মদ (র)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বারীরার স্বামী ক্রীতদাস ছিল। মুগীস বলে তাকে ডাকা হত। আমি যেন এখনও তাকে দেখছি সে বারীরার পিছনে কেঁদে কেঁদে ঘুরছে, আর তার দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীসের ভালবাসা এবং মুগীসের প্রতি বারীরার অনাসক্তি দেখে তুমি কি আশ্চর্যান্বিত হওনা? এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ (বারীরা) তুমি যদি তার কাছে আবার ফিরে যেতে! সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

banglainternet.com

আপনি কি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ আমি সুপারিশ করছি মাত্র। সে বলল ঃ আমার তার কোন প্রয়োজন নেই।

٢٠٥٦ بَابُ

২০৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ

٤٩٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَبَى مَوَالِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ فَذَكَرَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ إِنَّ هُذَا مَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ -

৪৯০৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা' (র)..... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) বারীরাকে ক্রয় করতে চাইলেন। কিন্তু তার মালিকগণ ওলী'র (অভিভাবকত্বের অধিকার) শর্ত ছাড়া বিক্রয় করতে সম্মত হল না। তিনি বিষয়টি নবী ﷺ -এর কাছে তুলে ধরলে তিনি বললেনঃ তুমি তাকে ক্রয় কর এবং আযাদ করে দাও। কেননা, ওলী'র অধিকার আযাদকারীর জন্যই সংরক্ষিত। নবী ﷺ -এর নিকট কিছু গোশ্ত আনা হল এবং বলা হল এ গোশ্ত বারীরাকে সাদাকা করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তার জন্য সাদাকা বটে, তবে তা আমাদের জন্য হাদিয়া।

٤٩٠٥ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَزَادَ فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا -

৪৯০৫ আদাম (র) বর্ণনা করেন, শো'বা আমাদের কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে আরও বলা হয়েছে, স্বামীর সাথে থাকা বা না থাকার ব্যাপারে তাকে এখ্তিয়ার দেয়া হয়েছিল।

٢٠٥٧ بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

২০৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমরা মুশরিক মহিলাদেরকে বিয়ে করো না যে পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। নিঃসন্দেহে একজন ঈমানদার দাসী একজন মুশরিক মহিলা অপেক্ষা উত্তম। যদি সে তোমাদের কাছে ভালও মনে হয়

٤٩٠٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ -

banglainternet.com

৪৯০৬ কুতায়বা (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন' উমরকে কোন খৃস্টান বা ইয়াহূদী নারীর বিবাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের উপর মুশরিক নারীদের বিবাহ হারাম করে দিয়েছেন। আর এর চেয়ে মারাত্মক শির্ক কি হতে পারে যে মহিলা বলে, আমার প্রভু ঈসা (আ)। অথচ তিনিও আল্লাহ্র একজন বান্দাহ্।

٢٠٥٨. بَابُ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

২০৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিক নারী মুসলমান হলে তার বিবাহ ও ইদ্দত

٤٩٠٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لاَ يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ، رُدَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ، وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ، وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَتْ قُرَيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ الْفِهْرِيِّ، فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ

৪৯০৭ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ও মু'মিনদের বিষয়ে মুশরিকরা দু'টি দলে বিভক্ত ছিল। একদল ছিল হরবী মুশরিক, তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন এবং তারাও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। অন্যদল ছিল চুক্তিবদ্ধ মুশরিক। তিনি তাদের সাথে লড়তেন না এবং তারাও তাঁর সাথে লড়ত না। হরবীদের কোন মহিলা যদি হিজরত করে (মুসলমানদের) কাছে চলে আসত, তাহলে সে ঋতুমতী হয়ে পুনরায় পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হতো না। পবিত্র হলে পরেই তার সাথে বিবাহ বৈধ হত। তবে যদি বিয়ের পূর্বেই তার স্বামী হিজরত করত, তাহলে মহিলাকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে দিতে হত। আর যদি তাদের কোন দাস বা দাসী হিজরত করত, তবে তারা মুক্ত হয়ে যেত এবং মুহাজিরদের সমান অধিকার লাভ করত। এরপর বর্ণনাকারী (আতা) চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের প্রসঙ্গে মুজাহিদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যদি চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের কোন দাস বা দাসী হিজরত করে আসত, তাহলে তাদেরকে পুনরায় পাঠিয়ে দেওয়া হতো না। তবে তাদের মূল্য ফিরিয়ে দেওয়া হতো। 'আতা' (র) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমাইয়্যার কন্যা কুরায়বা 'উমর ইব্ন খাত্তাবের

banglainternet.com

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তিনি তাকে তালাক দিলে মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান তাকে বিবাহ করেন। আর আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মুল হাকাম ইয়ায ইব্ন গানম ফিহ্‌রীর বিবাহে আবদ্ধ ছিল। তিনি তাকে তালাক দিলে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উসমান সাকাফী (রা) তাকে বিয়ে করেন।

٢٠٥٩. بَابُ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي لِعِدَّةٍ أَهِيَ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ لاَ، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ * وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبِي الآخَرُ بَانَتْ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَيَّ الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوهُمْ مَاأَنْفَقُوا قَالَ لاَ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ هٰذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ

২০৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ যিম্মি বা হরবীর কোন মুশরিক বা খৃস্টান স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে। 'আবদুল ওয়ারি (র)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি কোন খৃস্টান নারী তার স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে উক্ত মহিলা তার জন্য হারাম হয়ে যায়। দাউদ (র) ইব্রাহীম সায়েগ (র) থেকে বর্ণনা করেন, আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, চুক্তিবদ্ধ কোন হরবীর স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই তার স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করে, তবে কি মহিলা তার স্ত্রী থাকবে? তিনি উত্তর দিলেন, না। তবে সে মহিলা যদি নতুনভাবে বিবাহ ও মোহরে সম্মত হয়। মুজাহিদ (র) বলেন, মহিলার ইদ্দতের মধ্যে স্বামী মুসলমান হলে সে তাকে বিবাহ করে নিবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ না তারা কাফিরদের জন্য হালাল, আর না কাফিরেরা তাদের জন্য হালাল। অগ্নি উপাসক স্বামী-স্ত্রী মুসলমান হলে কাতাদা ও হাসান তাদের সম্বন্ধে বলেন, তাদের পূর্ব বিবাহ বলবৎ থাকবে। আর যদি তাদের কেউ আগে ইসলাম কবূল করে, আর অন্যজন অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তবে মহিলা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। স্বামীর জন্য তাকে গ্রহণ করার কোন পথই থাকবে না। ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি 'আতা (র)কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মুশরিকদের কোন মহিলা যদি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের নিকট চলে আসে, তাহলে তার স্বামী কি তার নিকট থেকে বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে? আল্লাহ্ তা'আলা তো বলেছেন ঃ "তারা যা ব্যয় করেছে তোমরা তাদেরকে তা

banglainternet.com

দিয়ে দাও।" তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। এ আদেশ কেবল নবী ﷺ ও জিম্মীদের মধ্যে ছিল। (মুশরিকদের বেলায় এটা প্রযোজ্য নয়)। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এ সব ছিল সে সন্ধির ক্ষেত্রে যা নবী (সা) ও কুরায়শদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল

٤٩٠٨ حَدَّثَنَا بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ بْنِ شِهَابٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ بْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ، لاَ وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ، وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلاَمًا -

৪৯০৮ ইব্‌ন বুকায়র (র)..... 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন, ঈমানদার মহিলারা যখন হিজরত করে নবী ﷺ -এর কাছে আসত, তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশ– "হে ঈমানদারগণ! কোন ঈমানদার মহিলা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তোমরা তাদেরকে যাচাই কর"..... অনুসারে তাদেরকে যাচাই করতেন। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ ঈমানদার মহিলাদের মধ্যে যারা (আয়াতে উল্লেখিত) শর্তাবলী মেনে নিত, তারা পরীক্ষায় কৃতকার্য হত। তাই যখনই তারা এ ব্যাপারে মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রকাশ করত তখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলতেন যাও, আমি তোমাদের বায়'আত গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! কথার মাধ্যমে বায়'আত গ্রহণ ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাত কখনো কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি। আল্লাহ্‌র শপথ। তিনি শুধুমাত্র সেইসব বিষয়েই বায়'আত গ্রহণ করতেন, যে সব বিষয়ে বায়'আত গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। বায়'আত গ্রহণ শেষে তিনি বলতেন ঃ আমি কথায় তোমাদের বায়'আত গ্রহণ করলাম।

٢٠٦٠ بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِلَى قَوْلِهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَإِنْ فَاؤُوا رَجَعُوا

২০৬০. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "যারা স্বীয় স্ত্রীদের সাথে 'সংগত না হওয়ার শপথ' করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। এরপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যদি তারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে, তবেও আল্লাহ্ সব কিছু শুনেন ও জানেন।

فَاؤُوا শব্দের অর্থ رجعوا প্রত্যাবর্তন করে (২ ঃ ২২৬ ও ২২৭)

banglainternet.com

٤٩٠٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مُشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَ لَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ -

৪৯০৯ ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ উওয়ায়স (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার তাঁর সহধর্মিণীদের থেকে 'ঈলা (কাছে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা) করলেন। সে সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। তিনি তাঁর কামরার মাচানে উনত্রিশ দিন অবস্থান করেন। এরপর সেখান থেকে নেমে আসেন। লোকেরা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো এক মাসের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ মাস উনত্রিশ দিনেরও হয়।

٤٩١٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ -

৪৯১০ কুতায়বা (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন 'উমর (রা) যে 'ঈলার কথা আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে বলতেন, সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরে প্রত্যেকেরই উচিৎ হয় স্ত্রীকে সৌজন্যের সাথে গ্রহণ করবে, না হয় তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিবে, যেমনভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। ইসমাঈল আমাকে আরও বলেছেন, মালিক (র) নাফি' এর সূত্রে ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, চার মাস অতীত হয়ে গেলে তালাক দেওয়া পর্যন্ত তাকে আটকিয়ে রাখা হবে। আর তালাক না দেওয়া পর্যন্ত তালাক প্রযোজ্য হবে না। 'উসমান, আলী, আবুদ্দারদা, আয়েশা (রা) এবং আরও বার জন সাহাবী থেকেও উক্ত মতামত উল্লেখ করা হয়।

٢٠٦١ . بَابُ حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ - وَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً، وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً، فَلَمْ يَجِدْهُ وَفَقَدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ وَعَلَيَّ، وَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يَعْلَمُ مَكَانَهُ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ -

banglainternet.com

২০৬১. পরিচ্ছেদ ঃ নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির পরিবার ও তার সম্পদের বিধান। ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) বলেন, যুদ্ধের ব্যূহ থেকে কোন ব্যক্তি নিখোঁজ হলে এক বছর অপেক্ষা করবে। ইব্ন মাসউদ (রা) একটি দাসী ক্রয় করে এক বছর পর্যন্ত তার মালিককে খুঁজলেন (মূল্য পরিশোধ করার জন্য)। তিনি তাকে পেলেন না, সে নিখোঁজ হয়ে যায়। অবশেষে তিনি এক দিরহাম, দুই দিরহাম করে দান করতেন এবং বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! এটা অমুকের পক্ষ থেকে দিচ্ছি। যদি মালিক এসে যায়, তবে এর সাওয়াব আমি পাব, আর তার টাকা পরিশোধ করার দায়িত্ব হবে আমার। তিনি বলেন ঃ হারানো প্রাপ্তির ব্যাপারেও তোমরা এরূপ কাজ করবে। ইব্ন মাসউদ (রা)-ও এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। ঠিকানা জানা আছে এরূপ কয়েদী সম্বন্ধে যুহ্রী (র) বলেন ঃ তার স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে না এবং তার সম্পদও বন্টন করা হবে না। তবে তার খবরাখবর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেলে, তাঁর ব্যাপারে নিখোঁজ ব্যক্তির বিধান কার্যকর হবে

٤٩١١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ - وَقَالَ مَالِكٌ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يُعَرِّفُهَا، وَإِلاَّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هٰذَا، فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ حَدِيْثَ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ يَحْيَى وَيَقُوْلُ رَبِيْعَةُ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيْتُ رَبِيْعَةَ فَقُلْتُ لَهُ -

৪৯১১ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... মুনবাইস-এর আযাদকৃত গোলাম ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কে হারানো বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ ওটাকে ধরে নাও। কেননা, ওটা হয় তোমার জন্য, না হয় তোমার (অন্য) ভাইয়ের জন্য অথবা নেকড়ের জন্য। তাঁকে আবার হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি রেগে গেলেন এবং তাঁর উভয় গণ্ডদেশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। এরপর তিনি বললেন ঃ ওকে নিয়ে তোমার ভাবনা কিসের? তার সাথে (চলার জন্য) পায়ের তলায় ক্ষুর ও (পানাহারের জন্য) পেটে মশক আছে। সে পানি পান করতে থাকবে এবং বৃক্ষ-লতা খেতে থাকবে, আর এর মধ্যে মালিক তার সন্ধান লাভ করবে। তাঁকে লুক্তা (হারানো প্রাপ্তি) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ প্রাপ্ত বস্তুর থলে ও মাথার বন্ধনটা চিনে নাও এবং এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিতে থাক। যদি এ শনাক্তকারী (মালিক) আসে, তবে ভালো কথা, অন্যথায় এটাকে তোমার মালের সাথে মিলিয়ে নাও। সুফিয়ান বলেন ঃ আমি রাবী'আ ইব্ন আবূ 'আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে উল্লিখিত কথাগুলো ছাড়া কিছুই পাইনি। আমি বললাম ঃ

banglainternet.com

হারান প্রাণী সম্পর্কে মুনবাইস এর আযাদকৃত গোলাম ইয়াযীদের হাদীসটি কি যায়েদ ইব্ন খালিদ থেকে বর্ণিত? তিনি বললেন, হাঁ। ইয়াহ্ইয়া বলেন, রাবী'আ বলতেন ঃ হাদীসটি মুনবাইস-এর আযাদকৃত গোলাম ইয়াযীদ-এর সূত্রে যায়েদ ইব্ন খালিদ থেকে বর্ণিত। সুফিয়ান বললেন ঃ আমি রাবী'আর সাথে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে আলোচনা করলাম।

٢٠٦٢. بَابُ الظِّهَارِ، قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا * وَقَالَ لِيْ إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ بْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ، قَالَ مَالِكٌ وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ

২০৬২. পরিচ্ছেদ ঃ যিহার। (আল্লাহ্ বলেছেন) ঃ "আল্লাহ্ শুনতে পেয়েছেন সেই মহিলাটির কথা যে, তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক করে থেকে আর যে ব্যক্তি এতে সক্ষম হবে না, সে যেন "ষাটজন মিস্কীনকে খাবার দেয়া" পর্যন্ত। (বুখারী (র) বলেন) ঃ ইসমাঈল আমাকে বলেছেন, মালিক (র) তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইব্ন শিহাবকে গোলামের যিহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন ঃ আযাদ ব্যক্তির অনুরূপ। মালিক (র) বলেন ঃ গোলাম ব্যক্তি দু'মাস রোযা রাখবে। হাসান বলেন ঃ আযাদ মহিলা বা বাঁদীর সাথে আযাদ পুরুষ বা গোলামের যিহার একই রকম। ইকরামা বলেন ঃ বাঁদীর সাথে যিহার করলে কিছু হবে না। যিহার তো কেবল আযাদ রমনীর সাথেই হতে পারে

٢٠٦٣. بَابُ الإِشَارَةِ فِي الطَّلاَقِ وَالأُمُوْرِ، وَقَالَ بْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا، فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ أَيْ خُذِ النِّصْفَ، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكُسُوْفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ وَهِيَ تُصَلِّيْ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ ، فَقُلْتُ أَيَةٌ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَقَالَ أَنَسٌ أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَقَالَ بْنُ عَبَّاسٍ أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ لاَ خَرَجَ، وَقَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ أُحَدٌّ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوْا لاَ قَالَ فَكُلُوْا

২০৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ ইশারার মাধ্যমে তালাক ও অন্যান্য কাজ। ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ চোখের পানির জন্য শাস্তি দিবেন না; তবে শাস্তি দিবেন এটার জন্য এই

banglainternet.com

বলে তিনি মুখের প্রতি ইংগিত করলেন। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, নবী ﷺ আমার প্রতি ইশারা করে বললেন ঃ অর্ধেক লও। আস্মা (রা) বলেন, নবী ﷺ সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করেন। 'আয়েশা (রা) সালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম ব্যাপার কি? তিনি তাঁর মাথা দ্বারা সূর্যের প্রতি ইশারা করলেন। আমি বললাম ঃ কোন্ নিদর্শন নাকি? তিনি মাথা নেড়ে বললেন ঃ জি হাঁ। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর হাত দ্বারা আবূ বক্র (রা)-এর প্রতি ইশারা করে সামনে যেতে বললেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন ঃ কোন দোষ নেই। আবূ কাতাদা (রা) নবী ﷺ মুহ্‌রিম-এর (এহ্‌রামকারী) শিকার সম্বন্ধে বললেন, তোমাদের কেউ কি তাকে (মুহ্‌রিমকে) এ কাজে লিপ্ত হবার আদেশ করেছিল বা শিকারের প্রতি ইশারা করেছিল? লোকেরা বলল ঃ না। তিনি বললেন, তবে খাও

٤٩١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى بَعِيْرِهِ كَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ، أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ، وَقَالَتْ زَيْنَبُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَعَقَدَ تِسْعِيْنَ -

৪৯১২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উটে চড়ে তাওয়াফ করলেন। তিনি যখনই 'রুকনের' কাছে আসতেন, তখনই এর প্রতি ইশারা করতেন এবং "আল্লাহু আকবার" বলতেন। যায়নাব (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ "ইয়াজূজ ও মাজূজ" এদের দরজা এভাবে খুলে গেছে; এই বলে তিনি (তাঁর আঙ্গুলকে) নব্বই এর মত করলেন। (অর্থাৎ শাহাদাত আঙ্গুলীর মাথা বৃদ্ধাঙ্গুলীর গোড়ায় লাগালেন।)

٤٩١٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّيْ، فَسَأَلَ اللهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ وَ وَضَعَ أَنْمِلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصَرِ، قُلْنَا يُزَهِّدُهَا * وَقَالَ الأُوَيْسِيْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَدَا يَهُوْدِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَ رَضَخَ رَأْسَهَا فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَ هِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَتَلَكِ فُلاَنٌ لِغَيْرِ الَّذِيْ قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ، قَالَ فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِيْ قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لاَ قَالَ فَقَالَ لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرُضَخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ -

banglainternet.com

৪৯১৩ মুসাদ্দাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন ঃ জুম্'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে মুহূর্তে কোন মুসলমান দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে আল্লাহ্‌র কাছে যে কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ্ অবশ্যই তা মঞ্জুর করে থাকেন। তিনি স্বীয় হাত দ্বারা ইশারা করেন এবং তাঁর আঙ্গুলগুলো মধ্যমা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলের পেটে রাখেন। আমরা বললামঃ তিনি স্বল্পতা বুঝাতে চাচ্ছেন। উওয়ায়সী (র) বলেন ঃ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ শু'বা ইব্‌ন হাজ্জাজ থেকে, তিনি হিশাম ইব্‌ন যায়েদ থেকে, তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে জনৈক ইয়াহূদী একটি বালিকার উপর নির্যাতন করে তার অলংকারাদি ছিনিয়ে নেয়। আর (পাথর দ্বারা) তার মস্তক চূর্ণ করে। সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তে তার পরিবারের লোকেরা তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে আসে। তখন সে নিশ্চুপ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একজন নির্দোষ ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাকে কে হত্যা করেছে? অমুক? সে মাথার ইশারায় বলল ঃ না। তিনি অন্য এক নিরপরাধ ব্যক্তির নাম ধরে বললেন, তবে কি অমুক? সে ইশারায় জানাল, না। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হত্যাকারীর নাম উল্লেখ করে বললেন ঃ তবে অমুক ব্যক্তি মেরেছে কি? সে মাথা নেড়ে বলল ঃ জি-হাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আদেশে উক্ত ব্যক্তির মাথা দু'পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করা হলো।

٤٩١٤ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْفِتْنَةُ مِنْ هٰهُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ -

৪৯১৪ কাবীসা (র)..... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, ফিত্‌না (বিপর্যয়) এদিক থেকে আসবে। তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করলেন।

٤٩١٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ كُنَّا فِيْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِيْ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ إِنْ عَلَيْكَ نَهَارًا ، ثُمَّ قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ ، فَنَزَلَ فَاجْدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ ، فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ ، فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ -

৪৯১৫ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)..... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। সূর্য অস্ত গেলে তিনি এক ব্যক্তি (বিলাল)-কে বললেন ঃ নেমে যাও আমার জন্য ছাতু গোল। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। যদি

banglainternet.com

আপনি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। (তাহলে রোযাটি পূর্ণ হত)। তিনি পুনরায় বললেন ঃ নেমে গিয়ে ছাতু গোল। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! যদি সন্ধ্যা হতে দিতেন! এখনো তো দিন রয়ে গেছে। তিনি আবার বললেন ঃ যাও, গিয়ে ছাতু গুলে আন। তৃতীয়বার আদেশ দেওয়ার পর সে নামল এবং তাঁর জন্য ছাতু প্রস্তুত করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পান করলেন। এরপর তিনি পূর্বদিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ যখন তোমরা এদিক থেকে রাত নেমে আসতে দেখবে, তখন রোযাদার ইফ্তার করবে।

٤٩١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَحُوْرِهِ فَإِنَّمَا يُنَادِيْ أَوْ قَالَ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَ لَيْسَ أَنْ يَقُوْلَ كَأَنَّهُ يَعْنِيْ الصُّبْحَ أَوِ الْفَجْرَ وَأَظْهَرَ يَزِيْدُ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الأُخْرَى - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِثْلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمِثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ شَيْئًا إِلاَّ مَادَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوْ أَثَرَهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيْلُ فَلاَ يُرِيْدُ يُنْفِقُ إِلاَّ لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا فَهُوَ يُوْسِعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ وَيُشِيْرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ -

৪৯১৬ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহ্রী থেকে বিরত না রাখে। কেননা, সে আযান দেয়, যাতে তোমাদের রাত্রি জাগরণকারীরা (রাত্রে ইবাদতকারীরা) কিছু আরাম করতে পারে। সকাল বা ফজর হয়েছে এমন কিছু বুঝানো তার উদ্দেশ্য নয়। ইয়াযীদ তার হাত দু'টি সম্মুখে প্রসারিত করে দু'দিকে ছড়িয়ে দিলেন। (সুব্হে সাদিক কিভাবে উদ্ভাসিত হয় তা দেখানোর জন্য)। লায়স (র) বলেন, জা'ফর ইব্ন রাবী'আ, 'আবদুর রহমান ইব্ন হুরমুয থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কৃপণ ও দাতা ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন দু'ব্যক্তির ন্যায়, যাদের পরিধানে বক্ষস্থল থেকে গলার হাড় পর্যন্ত লৌহ-নির্মিত পোশাক রয়েছে। দানকারী যখনই কিছু দান করে, তখনই তার শরীরে পোশাকটি বড় ও প্রশস্ত হতে থাকে, এমনকি এটা তার আঙ্গুল ও অন্যান্য অঙ্গগুলিকে ঢেকে ফেলে। পক্ষান্তরে, কৃপণ যখনই দান করার ইচ্ছা করে, তখনই তার পোশাকের প্রতিটি হলকা চেপে যায়। সে প্রশস্ত করার চেষ্টা করলেও সেটা প্রশস্ত হয় না। এ কথা বলে তিনি নিজের আঙ্গুল দ্বারা কণ্ঠনালীর প্রতি ইশারা করলেন (অর্থাৎ দাতা ব্যক্তি দান করার ইচ্ছা করলে তার অন্তর প্রশস্ত হয়, সে উদার হস্তে দান করতে পারে; কিন্তু কৃপণ দান করতে ইচ্ছা করলেই তার অন্তর সঙ্কুচিত হয়, তার হাত ছোট হয়ে আসে, সে দান করতে পারে না।

banglainternet.com

٢٠٦٤ . بَابُ اللِّعَانِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيْمَاءٍ مَعْرُوْفٍ ، فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ إِلاَّ رَمْزًا إِشَارَةً ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ حَدَّ وَلاَ لِعَانَ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلاَقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيْمَاءٍ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلاَقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ ، فَإِنْ قَالَ الْقَذْفُ لاَ يُمْكِنُ إِلاَّ بِكَلاَمٍ .قِيْلَ لَهُ كَذَلِكَ الطَّلاَقُ لاَ يَجُوْزُ إِلاَّ بِكَلاَمٍ وَإِلاَّ بَطَلَ الطَّلاَقُ وَالْقَذْفُ وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ وَكَذَلِكِ الأَصَمُّ يُلاَعِنُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِيْنُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ

২০৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ লি'আন (অভিশাপযুক্ত শপথ)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "যারা তাদের স্ত্রীদের উপর অপবাদ আরোপ করবে, আবার নিজেরা ছাড়া অন্য কোন সাক্ষীও থাকবে না..... থেকে যদি সে সত্যবাদী" পর্যন্ত! যদি কোন বোবা (মূক) লোক লিখিতভাবে বা ইশারায় কিংবা কোন পরিচিত ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজ স্ত্রীকে অপবাদ দেয়, তাহলে তার হুকুম বাকশক্তি সম্পন্ন মানুষের মতই। কেননা নবী ﷺ ফরয বিষয়গুলিতে ইশারা করার অনুমতি দিয়েছেন। হিজাজ ও অন্যান্য স্থানের কিছু সংখ্যক আলিমেরও এ মত। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "সে (মরিয়ম) সন্তানের প্রতি ইশারা করলো, লোকেরা বলল, দোলনার শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথোপকথন করবো? যাহ্হাক বলেন ঃ ইঙ্গিত এবং ইশারার মাধ্যমে। কিছু লোকের মন্তব্য হলো ঃ ইশারার মাধ্যমে কোন হদ্ (শরয়ী' দন্ড) বা লি'আন নেই, আবার তাদেরই মত হলো লিখিতভাবে কিংবা ইশারা ইঙ্গিতে তালাক দেয়া জায়েয আছে। অথচ তালাক এবং অপবাদের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। যদি তারা বলে ঃ কথা বলা ছাড়া তো অপবাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে তো তালাক দেওয়া, অপবাদ দেওয়া এমনিভাবে গোলাম আযাদ করা, কোনটাই ইশারার মাধ্যমে জায়েয হতে পারে না। অথচ আমরা দেখি বধির ব্যক্তিও লি'আন করতে পারে। শা'বী ও কাতাদা (র) বলেন ঃ যদি কেউ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাকপ্রাপ্তা, তাহলে ইশারার দ্বারা স্ত্রী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ইবরাহীম বলেন ঃ বোবা ব্যক্তি স্বহস্তে তালাক পত্র লিপিবদ্ধ করলে অবশ্যই তালাক হবে। হাম্মাদ বলেন ঃ বোবা এবং বধির মাথার ইংগিতে বললেও জায়েয হবে

banglainternet.com

٤٩١٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيْ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْأَنْصَارِ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُوْ سَاعِدَةَ ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّمْيِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ -

৪৯১৭ কুতায়বা (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদের বলব কি, আন্‌সারদের মধ্যে সর্বোত্তম গোত্র কোন্‌টি? তারা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ হাঁ বলুন। তিনি বললেন ঃ তারা বনূ নাজ্জার। এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী, বনূ আবদুল আশ্‌হাল, এরপর তাদের নিকটবর্তী যারা বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজ। এরপর তাদের সন্নিকটে যারা বনূ সাঈদা। এরপর তিনি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। হাতের আঙ্গুলগুলোকে সংকুচিত করে পুনরায় তা সম্প্রসারিত করলেন। যেমন কেউ কিছু নিক্ষেপকালে করে থাকে। এরপর বলেন ঃ আনসারদের প্রত্যেকটি গোত্রেই কল্যাণ নিহিত আছে।

٤٩١٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُوْ حَزْمٍ سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ ، وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى -

৪৯১৮ 'আলী ইব্‌ন' অবাদুল্লাহ (র)..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার আবির্ভাব এবং কিয়ামতের মাঝে দূরত্ব এ আঙ্গুল থেকে এ আঙ্গুলের দূরত্বের ন্যায়। কিংবা তিনি বলেন ঃ এ দু'টির দূরত্বের ন্যায়। এই বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি মিলিত করলেন।

٤٩١٩ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ، يَعْنِيْ ثَلَاثِيْنَ ، ثُمَّ قَالَ وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ، يَعْنِيْ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ يَقُوْلُ مَرَّةً ثَلَاثِيْنَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ -

৪৯১৯ আদম (র)..... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মাস এত, এত এবং এত দিনে হয়, অর্থাৎ ত্রিশ দিনে। তিনি আবার বললেন ঃ মাস এত, এত ও এত দিনেও হয়। অর্থাৎ উনত্রিশ দিনে। তিনি বলতেন ঃ কখনও ত্রিশ দিনে আবার কখনও উনত্রিশ দিনে মাস হয়।

banglainternet.com

٤٩٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ الْإِيْمَانُ هَاهُنَا مَرَّتَيْنِ أَلاَ وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوْبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ -

৪৯২০ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আবূ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ স্বীয় হাত দ্বারা ইয়ামানের দিকে ইশারা করে দু'বার বললেন ঃ ঈমান ওখানে। জেনে রেখ! হৃদয়ের কঠোরতা ও কাঠিন্য উট পালনকারীদের মধ্যে (কৃষকদের মধ্যে)। যে দিকে শয়তানের দু'টি শিং উদিত হবে তাহলো (কঠোর হৃদয়) রাবী'আ ও মুযার গোত্রদ্বয়।

٤٩٢١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا -

৪৯২১ 'আম্র ইব্ন যুরারা (র)..... সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এরূপ নিকটে থাকব। এই বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি দ্বারা ইশারা করলেন এবং এ দু'টির মাঝে সামান্য ফাঁক রাখলেন।

٢٠٦٥ . بَابُ إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

২০৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইঙ্গিতে সন্তান অস্বীকার করা

٤٩٢٢ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ لِيْ غُلاَمٌ أَسْوَدُ ، فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ مَا أَلْوَانُهَا ؟ قَالَ حُمْرٌ ، قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَأَنَّى ذٰلِكَ ؟ قَالَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هٰذَا نَزَعَهُ -

৪৯২২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযা'আ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার একটি কালো সন্তান জন্মেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কিছু উট আছে কি? সে উত্তর করল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ সেগুলোর রং কেমন? সে বলল ঃ লাল। তিনি বললেন ঃ সেগুলোর মধ্যে কোনটি ছাই বর্ণের আছে কি? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তবে সেটির এমন বর্ণ কোথেকে এলো? লোকটি বলল ঃ সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী বংশের কারণে এরূপ হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে হতে পারে, তোমার এ সন্তানও বংশগত কারণে এরূপ হয়েছে।

banglainternet.com

٢٠٦٦. بَابُ إِحْلاَفِ الْمُلاَعِنِ

২০৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ লি'আনকারীকে শপথ করানো

٤٩٢٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ـ

৪৯২৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে,আনসারদের জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অপবাদ দিল। নবী ﷺ উভয়কে শপথ করালেন এবং তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

٢٠٦٧ . بَابُ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلاَعُنِ

২০৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষকে প্রথমে লি'আন করানো হবে

٤٩٢٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ ـ

৪৯২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, হিলাল ইব্‌ন উমাইয়্যা তার স্ত্রীকে (যিনার) অপবাদ দেয়। তিনি এসে সাক্ষ্য দিলেন। নবী ﷺ বলতে লাগলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই জানেন তোমাদের দু'জনের একজন নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। অতএব কে তাওবা করতে প্রস্তুত আছ? এরপর স্ত্রী দাঁড়াল এবং সাক্ষ্য দিল (সে দোষমুক্ত)।

٢٠٦٨ . بَابُ اللِّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ

২০৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ লি'আন এবং লি'আনের পর তালাক দেওয়া

٤٩٢٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذٰلِكَ ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللهِ لاَ أَنْتَهِي ، حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ

banglainternet.com

حَتَّى جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَ رَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ، قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَ أَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا ، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ -

৪৯২৫ ইস্‌মাঈল (র)..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, উওয়াইমার আজলানী (রা) 'আসিম ইব্‌ন 'আদী আনসারী (রা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ হে 'আসিম! কি বল, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপর ব্যক্তিকে (ব্যভিচার-রত অবস্থায়) পায়, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে? আর এতে তোমরাও কি তাকে হত্যা করবে? (যদি সে হত্যা না করে) তাহলে কি করবে? হে 'আসিম! তুমি আমার এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা কর। এরপর 'আসিম (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ধরনের জিজ্ঞাসাকে অপছন্দ করলেন এবং অশোভনীয় মনে করলেন। এমন কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে 'আসিম (রা) যা শুনলেন, তাতে তার খুব খারাপ লাগল। 'আসিম (রা) গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে উওয়াইমির এসে জিজ্ঞাসা করলঃ হে 'আসিম? রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কি উত্তর দিলেন। 'আসিম (রা) উওয়াইমিরকে বললেন ঃ তুমি আমার কাছে কোন ভাল কাজ নিয়ে আসনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ধরনের জিজ্ঞাসাকে অপছন্দ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি। উওয়াইমির (রা) বল্লেন আল্লাহ্‌র শপথ তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করে ক্ষ্যান্ত হব না। এরপর উওয়াইমির (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে লোকদের মাঝে পেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কী বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে অপর ব্যক্তিকে (ব্যভিচার-রত) দেখতে পায়, সে কি তাকে হত্যা করবে? আর আপনারাও কি তাকে হত্যার বদলে হত্যা করবেন? অন্যথায় সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যাও তাকে নিয়ে এসো। সাহ্‌ল (রা) বলেন, তারা উভয়ে লি'আন করল। সে সময় আমি লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকটে ছিলাম। উভয়ে লি'আন করা সমাপ্ত করলে উওয়াইমির বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি তাকে (স্ত্রী হিসাবে) রাখি, তবে অমি তার উপর মিথ্যারোপ করেছি বলে প্রমাণিত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই তিনি স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন ঃ উভয়কে পৃথক করে দেওয়াই পরবর্তীতে লি'আনকারীদ্বয়ের হুকুম হিসাবে পরিগণিত হলো।

banglainternet.com

٢٠٦٩ . بَابُ التَّلاَعُنِ فِي الْمَسْجِدِ

২০৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ মস্‌জিদে লি'আন করা

٤٩٢٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُلاَعَنَةِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلاَعُنِ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ هُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمِّهِ، قَالَ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ -

৪৯২৬ ইয়াহ্ইয়া (র)..... ইব্ন জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইব্ন শিহাব (র) লি'আন ও তার হুকুম সম্বন্ধে সা'দ গোত্রের সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা)থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, আনসারদের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপর ব্যক্তিকে দেখতে পায়, তবে কি সে তাকে হত্যা করবে? অথবা কি করবে? এর পর আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখিত লি'আনের বিধান অবতীর্ণ করেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছেন। রাবী বলেন ঃ আমি উপস্থিত থাকতেই তারা উভয়ে মসজিদে লি'আন করল। উভয়ের লি'আন কাজ সমাধা হলে সে ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি তাকে স্ত্রী হিসাবে রেখে দেই; তবে তার উপর মিথ্যারোপ করেছি বলে সাব্যস্ত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আদেশ দেয়ার পূর্বেই সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনেই তারা পৃথক হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ এই সম্পর্কোচ্ছেদই লি'আনকারীদ্বয়ের জন্য বিধান। ইব্ন জুরাইজ বলেন, ইব্ন শিহাব (র) বলেছেন ঃ তাদের পর লি'আনকারীদ্বয়ের মধ্যে পৃথক করার হুকুম প্রবর্তিত হয়। উপরোক্ত মহিলা ছিল সন্তান সম্ভবা। তার বাচ্চাটিকে মায়ের পরিচয়ে ডাকা হত। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর উত্তরাধিকারের ব্যাপারেও হুকুম প্রবর্তিত হল যে, মহিলা সন্তানের উত্তরাধিকারী হবে এবং সন্তানও তার উত্তারাধিকারী হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন। 'হাদীসে ইব্ন

banglainternet.com

জুরাইজ, ইব্ন শিহাবের সূত্রে সাহ্ল ইব্ন সা'দ সাঈদী থেকে বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি ঐ মহিলা ওহ্রার (এক প্রকার ছোট প্রাণী) এর মতো লাল ও বেঁটে সন্তান প্রসব করে, তবে বুঝবো মহিলাই সত্য বলেছে, আর সেই তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। আর যদি সে কালো চক্ষু বিশিষ্ট বড় নিতম্বযুক্ত সন্তান প্রসব করে, তবে বুঝবো, সে ব্যক্তি সত্যই বলেছে। পরে মহিলাটি কালো সন্তানই প্রসব করেছিল।

٢٠٧٠ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

২০৭০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ - উক্তি ঃ আমি যদি প্রমাণ ছাড়া রজম করতাম

٤٩٢٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ التَّلاَعُنَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِيْ ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُوْ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا الاَّ لِقَوْلِيْ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِيْ أَدْعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلاً آدَمَ كَثِيْرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ، فَجَاءَ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِيْ ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ، هِيَ الَّتِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هٰذِهِ فَقَالَ لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ السُّوْءَ، قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ خَدِلاً -

৪৯২৭ সা'ঈদ ইব্ন 'উফায়র (র)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর কাছে লি'আন করার প্রসঙ্গ আলোচিত হল। 'আসিম ইব্ন 'আদী (রা) এ ব্যাপারে একটি কথা জিজ্ঞাসা করে চলে গেলেন। এরপর তাঁর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে অপর এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। 'আসিম (রা) বললেন ঃ অযথা জিজ্ঞাসার কারণেই আমি এধরনের বিপদে পড়লাম। এরপর তিনি লোকটিকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে গেলেন এবং অভিযোগকারীর বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলেন। লোকটি ছিল হলদে-হাল্কা দেহ ও সোজা চুল বিশিষ্ট। আর ঐ লোকটি যাকে তার স্ত্রীর কাছে পেয়েছে বলে সে অভিযুক্ত করে সে ছিল প্রায় কালো, মোটা ধরনের, স্থূল দেহের অধিকারী। নবী ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ্! সমস্যাটি সমাধান করে দিন। এরপর মহিলা ঐ লোকটির আকৃতি বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করল, যাকে তার স্বামী তার কাছে পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছিল। নবী ﷺ তাদের (স্বামী-স্ত্রী) উভয়কে লি'আন করালেন। এক ব্যক্তি ইব্ন 'আব্বাস (রা) কে সে বৈঠকেই জিজ্ঞাসা করল ঃ এ মহিলা সম্বন্ধেই কি রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন?

banglainternet.com

"আমি যদি কাউকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম, তবে একেই রজম করতাম।" ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বললেন ঃ না, সে ছিল (অন্য এক) মহিলা, যে মুসলিম সমাজে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত।

٢٠٧١ . بَابُ صَدَاقِ الْمُلاَعَنَةِ

২০৭১. পরিচ্ছেদ ঃ লি'আনকারিণীর মোহর

٤٩٢٨ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا، وَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ قِيلَ لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ ـ

৪৯২৮ 'আম্র ইব্ন যুরারা (র)..... সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'উমরকে জিজ্ঞাসা করলাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অপবাদ দিল– (তার বিধান কি?) তিনি বললেন, নবী ﷺ বনূ আজলানের স্বামী-স্ত্রীর দু'জনকে পৃথক করে দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত আছেন তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমাদের কেউ তাওবা করতে রাযী আছ কি? তারা দু'জনেই অস্বীকার করল। তিনি পুনরায় বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত আছেন তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী, সুতরাং কেউ তাওবা করতে প্রস্তুত আছ কি? তারা আবারও অস্বীকার করল। এরপর তিনি তাদেরকে পৃথক করে দেন। আইয়ূব বলেন ঃ আমাকে আম্র ইব্ন দীনার (র) বললেন, এ হাদীসে আরও কিছু কথা আছে, তোমাকে তা বর্ণনা করতে দেখছি না কেন? তিনি বলেন, লোকটি বলল ঃ আমার (দেওয়া) মালের (মোহর) কি হবে? তাকে বলা হল, তোমার মাল ফিরে পাবে না। যদি তুমি সত্যবাদী হও, (তবুও পাবে না)। (কেননা) তুমি তার সাথে সহবাস করেছ। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে তা পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

٢٠٧٢ . بَابُ قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

২০৭২. পরিচ্ছেদ ঃ লি'আনকারীদ্বয়কে ইমামের একথা বলা যে, নিশ্চয় তোমাদের কোন একজন মিথ্যাবাদী, তাই তোমাদের কেউ তাওবা করতে প্রস্তুত আছ কি?

٤٩٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ

banglainternet.com

لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ مَالِيْ قَالَ لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ، قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَقَالَ أَيُّوْبُ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَأَيُّوْبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ ـ

৪৯২৯ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লি'আনকারীদ্বয় সম্পর্কে ইব্ন 'উমরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ লি'আনকারীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ তোমাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ্রই। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তার (স্ত্রীর) উপর তোমার কোন অধিকার নেই। লোকটি বলল ঃ তবে আমার মাল (মোহ্র হিসেবে প্রদত্ত)? তিনি বললেন ঃ তুমি কোন মাল পাবে না। যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে এর বিনিময়ে তুমি তার লজ্জাস্থানকে হালাল করে নিয়েছিলে। আর যদি তার উপর মিথ্যারোপ করে থাক, তবে তো মাল চাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। সুফিয়ান বলেন ঃ আমি এ হাদীস 'আম্র (রা)-এর কাছ থেকে মুখস্থ করেছি। আইয়্যুব বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন জুবায়র-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'উমর (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে লি'আন করল (এখন তাদের বিধান কি? তিনি তাঁর দু'আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন, সুফিয়ান তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল ফাঁক করলেন নবী ﷺ বনূ আজলানের এক দম্পতির বৈবাহিক সম্পর্ক এভাবে ছিন্ন করে দেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত আছেন যে, তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সুতরাং কেউ তাওবা করতে প্রস্তুত আছ কি? এভাবে তিনি তিনবার বললেন। সুফিয়ান বলেন ঃ আমি তোমাকে যেভাবে হাদীসটি শুনাচ্ছি এভাবেই আমি আম্র ও আইয়্যুব (রা) থেকে মুখস্থ করেছি।

٢٠٧٣. بَابُ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ

২০৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ লি'আনকারীদ্বয়কে পৃথক করে দেওয়া

٤٩٣٠. حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا وَأَحْلَفَهُمَا ـ

৪৯৩০ ইব্রাহীম ইব্ন মুন্যির (র)..... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জনৈক পুরুষ তার স্ত্রীকে অপবাদ দিলে, তিনি উভয়কে শপথ করান এরপর পৃথক করে দেন।

banglainternet.com

٤٩٣١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا -

৪৯৩১ মুসাদ্দাদ (র)..... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জনৈক আনসার ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে লি'আন করান এবং তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

٢٠٧٤. بَابُ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلاَعِنَةِ

২০৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ লি'আনকারিণীকে সন্তান অর্পণ করা হবে

٤٩٣٢ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ -

৪৯৩২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে লি'আন করালেন এবং সন্তানের পৈতৃক সম্পর্ক ছিন্ন করে উভয়কে পৃথক করে দিলেন। আর সন্তান মহিলাকে দিয়ে দিলেন।

٢٠٧٥. بَابُ قَوْلِ الإِمَامِ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ

২০৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইমামের উক্তি ঃ হে আল্লাহ্! সত্য প্রকাশ করে দিন

٤٩٣٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍ فِيْ ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا الأَمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِيْ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعْرِ، وَكَانَ الَّذِيْ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدِلاً كَثِيْرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِيْ ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَرَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هٰذِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوْءَ فِي الإِسْلاَمِ -

৪৯৩৩ ইসমাঈল (র)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লি'আনকারী দম্পতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্মুখে আলোচনা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে 'আসিম ইব্ন 'আদী (রা) এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে চলে গেলেন। এরপর স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তি তার কাছে এসে জানাল

banglainternet.com

যে, সে তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। 'আসিম বললেন, অযথা জিজ্ঞাসাবাদের দরুনই আমি এ বিপদে পতিত হলাম। এরপর তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে গেলেন এবং যে লোকটিকে সে তার স্ত্রীর সাথে পেয়েছে, তার সম্পর্কে নবী ﷺ কে অবহিত করলেন। অভিযোগকারী ছিলেন হল্‌দে, হালকা দেহ্ ও সোজা চুলের অধিকারী। আর তার স্ত্রীর কাছে পাওয়া লোকটি ছিল মোটা ধরনের স্থূলকায় ও খুব কোঁকড়ানো চুলের অধিকারী। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি সত্য প্রকাশ করে দিন। এরপর মহিলা ঐ লোকটির আকৃতি বিশিষ্ট একটি সন্তান প্রসব করে, যাকে তার স্বামী তার সাথে পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয়কেই লি'আন করালেন। এক ব্যক্তি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) কে সেই বৈঠকে জিজ্ঞাসা করল,ঐ মহিলা সম্বন্ধেই কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ আমি যদি বিনা প্রমাণে কাউকে রজম করতাম তাহলে একে রজম করতাম? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ না, সে ছিল অন্য এক মহিলা যে ইসলামে কুখ্যাত ব্যভিচারিণী ছিল।

٢٠٧٦. بَابُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

২০৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ যদি মহিলাকে তিন তালাক দেয় এবং ইদ্দত শেষে সে অন্য স্বামীর কাছে বিয়ে বসে, কিন্তু সে তাকে স্পর্শ (সংগম) না করে থাকে

٤٩٣٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَيَأْتِيهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلَ هُدْبَةٍ، فَقَالَ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ -

৪৯৩৪ 'আমর ইব্‌ন 'আলী (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। (হাদীসটি নিম্নোক্ত হাদীসের অনুরূপ)।

٤٩٣٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَيَأْتِيهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلَ هُدْبَةٍ، فَقَالَ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ -

৪৯৩৫ 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... 'আয়েশা (রা)থেকে বর্ণিত যে, রিফা'আ কুরাযী এক মহিলাকে বিয়ে করে পরে তালাক দেয়। এরপর মহিলা অন্য স্বামী গ্রহণ করে। পরে সে নবী ﷺ -এর কাছে এসে তাকে অবহিত করলো যে, সে (স্বামী) তার কাছে আসে না, আর তার কাছে কাপড়ের কিনারা সদৃশ বৈ কিছুই নেই। তিনি বললেন ঃ তা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার কিছু

banglainternet.com

স্বাদ আস্বাদন না করবে, আর সেও তোমার কিঞ্চিত স্বাদ আস্বাদন না করবে (ততক্ষণ প্রথম স্বামীর কাছে যাওয়া যাবে না)।

٢٠٧٧ . بَابُ وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ. قَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا يَحِضْنَ أَوْ لاَيَحِضْنَ وَاللاَّئِيْ قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ واللاَّئِيْ لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ

২০৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে.....যদি তোমাদের সন্দেহ দেখা দেয় তাদের ইদ্দত তিন মাস এবং তাদেরও, যাদের এখনও হায়েয আসা আরম্ভ হয়নি। মুজাহিদ বলেন ঃ যদিও তোমরা না জান যে, তাদের হায়েয- হবে কিনা। যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে এবং যাদের এখনোও আরম্ভ হয়নি, তাদের 'ইদ্দত তিন মাস

٢٠٧٨. بَابُ وَأُولاَتِ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

২০৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী মহিলাদের 'ইদ্দতের সময়সীমা সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত

٤٩٣٦ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِيْ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ، يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيْهِ حَتَّى تَعْتَدِّيْ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَمَكُثَتْ قَرِيْبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَنْكِحِيْ -

৪৯৩৬ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আস্‌লাম গোত্রের সুবায়'আ নাম্নী এক মহিলাকে তার স্বামী গর্ভাবস্থায় রেখে মারা যায়। এরপর আবূ সানাবিল ইব্‌ন বাকাক (রা) তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মহিলা তার সাথে বিয়ে বস্‌তে অস্বীকার করে। সে (আবূ সানাবিল) বলল ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! দু'টি মেয়াদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদ অনুসারে 'ইদ্দত পালন না করা পর্যন্ত তোমার জন্য অন্যত্র বিয়ে বসা দুরস্ত হবে না। এর প্রায় দশ দিনের মধ্যেই সে সন্তান প্রসব করে। এরপর সে নবী ﷺ -এর কাছে আস্‌লে তিনি বল্‌লেন ঃ এখন তুমি বিয়ে করতে পার।

banglainternet.com

٤٩٣٧ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ أَفْتَانِيْ إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ -

৪৯৩৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্ন আরকামের নিকট (এই মর্মে) একটি পত্র লিখ্লেন যে, তুমি সুবায়'আ আস্লামীয়াকে জিজ্ঞাস কর, নবী ﷺ তাকে কি প্রকারের ফতোয়া দিয়েছিলেন? সে উত্তরে বললঃ তিনি আমাকে সন্তান প্রসব করার পর বিয়ে করার ফতোয়া দিয়েছেন।

٤٩٣٨ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ -

৪৯৩৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযা'আ (র)..... মিস্ওয়ার ইব্ন মাখ্রামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সুবায়'আ আস্লামীয়া তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর সন্তান প্রসব করে। এরপর সে নবী ﷺ -এর কাছে এসে বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করলে, তিনি তাকে অনুমতি দেন। তখন সে অন্যত্র বিয়ে করে।

٢٠٧٩ . بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ - وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ فِيْمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ تَحْتَسِبُ ، وَهٰذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ يَعْنِيْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا وَيُقَالُ مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِيْ بَطْنِهَا

২০৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন কুরু (হায়েয) পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ইব্রাহীম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে করে, এরপর মহিলা তার কাছে তিন হায়েয পর্যন্ত অবস্থান করার পর দ্বিতীয় স্বামীও যদি তাকে তালাক দেয়, তবে সে প্রথম স্বামী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। উক্ত তিন হায়েয তৃতীয় স্বামীর গ্রহণের জন্য যথেষ্ট হবে না। (বরং তার জন্য নতুনভাবে 'ইদ্দত পালন করতে হবে।) কিন্তু যুহ্রী বলেছেন ঃ যথেষ্ট হবে। সুফিয়ানও যুহ্রীর মত গ্রহণ করেছেন। মা'মার বলেন, মহিলা কুরু যুক্ত হয়েছে তখনি বলা হয়, যখন তার হায়েয বা

banglainternet.com

তুহুর আসে। مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ "তখন বলা হয়, যখন মহিলা গর্ভে কোন সন্তান ধারণ না করে।" (অর্থাৎ 'কুরু' অর্থ ধারণ করা বা একত্রিত করাও হয়)

٢٠٨٠. بَابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَوْلِهِ : وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِيْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَتُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

২০৮০. পরিচ্ছেদ ঃ ফাতিমা বিন্‌ত কায়েসের ঘটনা এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়ে, এসব আল্লাহ্‌র বিধান; যে আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করে, সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জাননা, হয়ত আল্লাহ্‌ এরপর উপায় করে দেবেন..... আর তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর, তাদেরকে সে স্থানে বাস করতে দাও..... আল্লাহ্‌ কষ্টের পর শান্তি দিবেন। (সূরা তালাক ঃ ১-৭)

٤٩٣٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ اتَّقِ اللهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا قَالَ مَرْوَانُ فِيْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِيْ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَوْ مَا بَلَغَكَ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكَ شَرٌّ فَحَسْبُكَ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ -

৪৯৩৯ ইসমাঈল (র)..... কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন আস (র) 'আবদুর রহমান ইব্‌ন হাকাম এর কন্যাকে তালাক দিলে 'আবদুর রহমান তাকে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা)-এর কাছে নিয়ে গেলে, তিনি মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ানের কাছে বলে পাঠালেন ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আর তাকে তার ঘরে ফিরিয়ে দাও। মারওয়ান বলেন, সুলায়মানের বর্ণনায় 'আবদুর রহমান আমাকে যুক্তিতে পরাজিত করেছে। কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদের বর্ণনায় তিনি বলেন, ফাতিমা বিন্‌ত কায়েসের ঘটনা কি আপনার কাছে পৌছেনি? তিনি বললেন ঃ ফাতিমা বিন্‌ত কায়েসের ঘটনা স্মরণ না রাখলে তোমার কোন ক্ষতি

banglainternet.com

হবেনা। মারওয়ান বললেন ঃ যদি মনে করেন ফাতিমাকে বের করার পিছনে তার দুর্ব্যবহার কাজ করেছে, তবে বলব, এখানে সে দুর্ব্যবহার বিদ্যমান আছে।

٤٩٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ أَلاَ تَتَّقِي اللهَ، يَعْنِيْ فِيْ قَوْلِهِ لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ -

৪৯৪০ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফাতিমার কি হল? সে কেন আল্লাহ্‌কে ভয় করছেনা অর্থাৎ তার এ কথায় যে, তালাকপ্রাপ্তা নারী (তার স্বামীর থেকে) খাদ্য ও বাসস্থান কিছুই পাবে না।

٤٩٤١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَيْنَّ إِلَى فُلاَنَةِ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَ مَا صَنَعَتْ قَالَ أَلَمْ تَسْمَعِيْ فِيْ قَوْلِ فَاطِمَةَ، قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِيْ ذِكْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ، وَزَادَ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِيْ مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيْفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذٰلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ

৪৯৪১ 'আম্‌র ইব্‌ন 'আব্বাস (র)..... কাসিম (র) থেকে বর্ণিত। উরওয়া ইবন্ যুবায়র (র) 'আয়েশা (রা)কে জিজ্ঞাস করল ঃ আপনি কি জানেন না, হাকামের কন্যা অমুককে তার স্বামী তিন তালাক দিলে, সে (তার পিতার ঘরে) চলে গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ সে মন্দ কাজ করেছে। উরওয়া বলল ঃ আপনি কি তার কথা শুনেন নি? তিনি বললেন ঃ এ হাদীস বর্ণনায় তার কোন কল্যাণ নেই। ইব্‌ন আবুয্‌যিনাদ হিশাম সূত্রে তার (হিশামের) পিতা থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, 'আয়েশা (রা) এ কথাকে অত্যন্ত দোষণীয় মনে করেন। তিনি আরও বলেন, ফাতিমা একটা ভীতিকর স্থানে থাকত, তার উপর আংশকা থাকায় নবী ﷺ তাকে (স্থান পরিবর্তনের) অনুমতি প্রদান করেন।

٢٠٨١ . بَابُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَشِيَ عَلَيْهَا فِيْ مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُوْ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ

২০৮১. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামীর গৃহে অবস্থান করায় যদি তালাকপ্রাপ্তা নারী তার স্বামীর পরিবারের লোকজনদের গালমন্দ দেয়ার বা তার ঘরে চোর প্রবেশ করা ইত্যাদির আশংকা করে

banglainternet.com

٤٩٤٢ حَدَّثَنِيْ حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا بْنُ جُرَيْجٍ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذٰلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ -

৪৯৪২ হিব্বান (র)..... 'উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আয়েশা (রা) ফাতিমার কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

٢٠٨٢ بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِيْ أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ

২০৮২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাদের জন্য গোপন করা বৈধ হবে না যা আল্লাহ্ তাদের জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন, হায়েয হোক বা গর্ভ সঞ্চার হোক

٤٩٤٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيْبَةً فَقَالَ لَهَا عَقْرَى أَوْ حَلْقَى إِنَّكِ لِحَابِسَتِنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ فَانْفِرِيْ إِذًا -

৪৯৪৩ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হজ্জ শেষে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন সাফিয়্যা (রা) বিষণ্ন অবস্থায় স্বীয় তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ মহা সমস্যা তো, তুমি তো আমাদের আটকিয়ে রাখবে। আচ্ছা তুমি কি তাওয়াফে যিয়ারত করেছ? বললেন ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তা হলে এখন চলো।

٢٠٨٣. بَابُ وَبُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

২০৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তালাকপ্রাপ্তাদের স্বামীরা (ইদ্দতের মধ্যে) তাদের ফিরিয়ে আনার অগ্রাধিকার রাখে এবং এক বা দু'তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি সম্পর্কে

٤٩٤٤ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً -

৪৯৪৪ মুহাম্মদ (র)..... হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মা'কাল তার বোনকে বিয়ে দিলে, তার স্বামী তাকে এক তালাক প্রদান করে।

٤٩٤٥ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذٰلِكَ أَنَفًا فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ

banglainternet.com

وَبَيْنَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَتَعْضُلُوْهُنَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللهِ -

৪৯৪৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... হাসান (র) থেকে বর্ণিত যে, মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসারের বোন এক ব্যক্তির বিবাহাধীন ছিল। সে তাকে তালাক দিল। পুনরায় ফিরিয়ে আনলোনা, এভাবে তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে সে আবার তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। মা'কাল (রা) ক্রোধান্বিত হলেন, তিনি বললেন, সময় সুযোগ থাকতে ফিরিয়ে নিল না, এখন আবার প্রস্তাব দিচ্ছে। তিনি তাদের মাঝে (পুনর্বিবাহে) প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ "তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত-কাল পূর্ণ করে, তখন তারা নিজেদের স্বামীদেরকে বিবাহ করতে চাইলে তোমরা বাধা দিও না..... (বাকারা ঃ ২৩২)। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন এবং তার সামনে আয়াতটি পাঠ করলেন। তিনি তার জিদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র আদেশের অনুসরণ করেন।

٤٩٤٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرُ ثُمَّ تَحِيْضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِيْنَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ، قَالَ لأَحَدِهِمْ إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَزَادَ فِيْهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ قَالَ بْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِيْ بِهٰذَا -

৪৯৪৬ কুতায়বা (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন 'উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় এক তালাক দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনেন এবং মহিলা পবিত্র হয়ে পুনরায় ঋতুমতী হয়ে পরবর্তী পবিত্রাবস্থা আসা পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখেন। পবিত্রাবস্থায় যদি তাকে তালাক দিতে চায় তবে দিতে পারে; কিন্তু তা সংগমের পূর্বে হতে হবে। এটাই ইদ্দত, যে সময় তালাক দেয়ার জন্য আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন। 'আবদুল্লাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তাদের বলেন ঃ তুমি যদি তাকে তিন তালাক দিয়ে দাও, তবে মহিলা অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমার জন্য হালাল হবে না। অন্য বর্ণনায় ইব্‌ন 'উমর (রা) বলতেন, 'তুমি যদি এক বা দু' তালাক দিতে,' কেননা, নবী ﷺ আমাকে এরূপই আদেশ দিয়েছেন।

banglainternet.com

٢٠٨٤. بَابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

২০৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুমতীকে ফিরিয়ে আনা

٤٩٤٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ قَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ-

৪৯৪৭ হাজ্জাজ (র)..... ইউনুস ইব্ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'উমরকে (হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া সম্পর্কে) জিজ্ঞাস করলাম। তিনি বললেন ঃ ইব্ন 'উমর (রা) তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে, 'উমর (রা) নবী ﷺ কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে আদেশ দেন। এরপর বলেন ঃ ইদ্দতের সময় আস্‌লে সে তালাক দিতে পারে। রাবী বলেন, আমি বললাম, এ তালাক কি হিসাবে ধরা হবে? ইব্ন 'উমর বললেন ঃ তবে কি মনে করছ, যদি সে অক্ষম হয় বা বোকামী করে। (তাহলে দায়ী কে?)

٢٠٨٥ . بَابُ تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيْبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ

২০৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ বিধবা নারী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যুহ্‌রী (র) বলেন, বিধবা কিশোরীর জন্য খোশবু ব্যবহার করা উচিত হবে না। কেননা, তাকেও ইদ্দত পালন করতে হবে

٤٩٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هٰذِهِ الأَحَادِيْثَ الثَّلاَثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللهِ مَالِيَ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللهِ مَالِيَ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ

banglainternet.com

عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَّ ابْنَتِيْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ ؟ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا -

৪৯৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... যায়নাব বিন্ত আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ -এর সহধর্মীণী উম্মে হাবীবার পিতা আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব (রা) মৃত্যুবরণ করলে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হই। উম্মে হাবীবা (রা) যা'ফরান ইত্যাদি মিশ্রিত হলদে রং এর খোশবু নিয়ে আসতে বললেন। তিনি এক বালিকাকে এ থেকে কিছু মাখালেন। এরপর তাঁর নিজের চেহারার উভয় পার্শ্বে কিছু মাখলেন। এরপর বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! খোশবু ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন আমার নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ হবে না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যায়নাব (রা) বলেন ঃ যয়নব বিনত জাহ্শের ভাই মৃত্যুবরণ করলে আমি তার (যায়নাবের) নিকট গেলাম। তিনিও খোশবু আনায়ে কিছু ব্যবহার করলেন। এরপর বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! খোশবু ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন আমার নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ্ পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ হবে না তবে তার স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশ দিন শোক পালন করতে পারবে। যায়নাব (রা) বলেন ঃ আমি উম্মে সালামাকে বলতে শুনেছি ঃ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। তার চোখে অসুখ। তার চোখে কি সুরমা লাগাতে পারবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু-তিন বার বললেন, না। তিনি আরও বললেনঃ এতো মাত্র চার মাস দশদিনের ব্যাপার। অথচ বর্বরতার যুগে এক এক মহিলা এক বছরের মাথায় বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত। হুমায়দ্ বলেন, আমি যায়নাবকে জিজ্ঞাসা করলাম, এক বছরের মাথায় বিষ্ঠা নিক্ষেপ করার অর্থ কি? তিনি বলেন, সে যুগে কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে সে অতিক্ষুদ্র একটি কোঠায় প্রবেশ করতো এবং

banglainternet.com

নিকৃষ্ট কাপড় পরিধান করত, কোন খোশবু ব্যবহার করতে পারত না। এভাবে এক বছর অতিক্রান্ত হলে তার কাছে চতুষ্পদ জন্তু যথা – গাধা, বকরী অথবা পাখী আনা হতো। আর সে তার গায়ে হাত বুলাতো। হাত বুলাতে বুলাতে অনেক সময় সেটা মারাও যেত। এরপর সে (মহিলা) বেরিয়ে আস্‌তো। তাকে বিষ্ঠা দেয়া হতো এবং তা তাকে নিক্ষেপ করতে হতো। এরপর ইচ্ছা করলে সে খোশ্‌বু ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারতো। মালিক (র)কে تفتض শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ "মহিলা ঐ প্রাণীর চামড়ায় হাত বুলাতো।"

٢٠٨٦. بَابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

২০৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ শোক পালনকারিণীর জন্য সুরমা ব্যবহার করা

٤٩٤٩ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ لاَتَكْتَحِلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَلاَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

৪৯৪৯ আদাম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের লোকেরা তার আঁখিযুগল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা করল। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তার সুরমা ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি বললেন ঃ সুরমা ব্যবহার করতে পারবে না। তোমাদের অনেকেই (জাহেলী যুগে) তার নিকৃষ্ট কাপড় বা নিকৃষ্ট ঘরে অবস্থান করত। যখন এক বছর অতিক্রান্ত হত, আর কোন কুকুর সে দিকে যেত, তখন সে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত। কাজেই চারমাস দশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সুরমা ব্যবহার করতে পারবে না (বর্ণনাকারী বলেন) আমি যায়নাবকে উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করবে।

٤٩٥٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ

৪৯৫০ মুসাদ্দাদ (র)..... মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেছেন, স্বামী ছাড়া অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

banglainternet.com

٢٠٨٧ . بَابُ الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

২০৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ তুহুর (পবিত্রতা)-এর সময় শোক পালনকারিণীর জন্য কুস্ত (চন্দন কাঠ) খোশবু ব্যবহার করা

٤٩٥١ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ -

৪৯৫১ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুল ওহ্হাব (র)..... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নিষেধ করা হত, আমরা যেন কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন না করি। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে এবং আমরা যেন সুরমা খোশ্‌বু ব্যবহার না করি আর রঙীন কাপড় যেন পরিধান না করি তবে হাল্‌কা রঙের হলে দোষ নেই ; আমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, আমাদের কেউ যখন হায়েয শেষে গোসল করে পবিত্র হয়, তখন সে (দুর্গন্ধ দূরীকরনার্থে) আযফার নামক স্থানের কুস্ত (সুগন্ধি) ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া আমাদেরকে জানাযার পিছে পিছে যেতে নিষেধ করা হতো।

٢٠٨٨ . بَابُ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

২০৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ শোক পালনকারিণী রং-করা সুতার কাপড় ব্যবহার করতে পারে

٤٩٥٢ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ثَوْبَ عَصْبٍ * وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا حَفْصَةُ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ -

৪৯৫২ ফায্‌ল ইব্ন দুকায়ন (র)..... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা বৈধ হবে না। তবে স্বামীর ব্যাপার ভিন্ন। আবার সুরমা ও রংগিন কাপড়ও ব্যবহার করতে পারবে না। তবে সুতাগুলো একত্রে বেঁধে হালকা রং লাগিয়ে পরে তা দিয়ে কাপড় বুনলে তা ব্যবহার করা যাবে। আনসারী (র)..... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নিষেধ করেছেন শোক পালনকারিণী যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে। তবে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়া কালে (দুর্গন্ধ দূরীকরণার্থে) 'কুস্ত' ও 'আযফার' সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে।

banglainternet.com

٢٠٨٩ . بَابُ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا، إِلَى قَوْلِهِ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

২০৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে। যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত

٤٩٥٣ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ يَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا ، قَالَ كَانَتْ هٰذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا فَأَنْزَلَ اللهُ : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ يَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوْفٍ، قَالَ جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِيْ وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذٰلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هٰذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى : غَيْرَ إِخْرَاجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَسَكَنَتْ فِيْ وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيْرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنٰى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلاَ سُكْنٰى لَهَا -

৪৯৫৩ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়" – তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করে এ ইদ্দত পালন করা মহিলার জন্য ওয়াজিব ছিল। পরে মহান আল্লাহ্ নাযিল করেন ঃ তোমাদের মধ্য সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে গৃহ থেকে বহিষ্কার না করে তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণের ওসিয়্যত করে। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। (আল্লাহ্ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়)। মুজাহিদ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সাত মাস বিশ দিনকে তার জন্য পূর্ণ বছর সাব্যস্ত করেছেন। মহিলা ইচ্ছা করলে ওসিয়্যত অনুসারে থাকতে পারে, আবার চাইলে চলেও যেতে পারে। একথাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "বহিষ্কার না করে, তবে যদি স্বেচ্ছায় বের হয়ে যায় তবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই" তাই মহিলার উপর ইদ্দত পালন করা যথারীতি ওয়াজিবই আছে। আবূ

banglainternet.com

নাজীহ্ এ কথাগুলো মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। 'আতা বলেন, ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ অত্র আয়াতটি স্বামীর বাড়ীতে ইদ্দত পালন করার হুকুমকে রহিত করে দিয়েছে। অতএব, সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারে। 'আতা বলেন ঃ ইচ্ছা হলে ওসিয়্যত অনুযায়ী সে স্বামীর পরিবারে অবস্থান করতে পারে। আবার ইচ্ছা হলে অন্যত্রও ইদ্দত পালন করতে পারে। কেননা, মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "তারা নিজেদের জন্য বিধিমত যা করবে, তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই।" 'আতা বলেন' এরপর মিরাসের আয়াত নাযিল হলে 'বাসস্থান দেওয়ার' হুকুমও রহিত হয়ে যায়। এখন সে যেখানে মনে চায় ইদ্দত পালন করতে পারে, তাকে বাসস্থান দেওয়া জরুরী নয়।

٤٩٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ حَبِيْبَةَ ابْنَةِ أَبِيْ سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيْهَا دَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَالِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ لَوْ لاَ أَنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

৪৯৫৪ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)..... উম্মে হাবীবা বিন্ত আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁর কাছে পিতার মৃত্যু সংবাদ পৌছালো, তখন তিনি সুগন্ধি আনায়ে তার উভয় হাতে লাগালেন এবং বললেন ঃ সুগন্ধি লাগানোর কোন প্রয়োজন আমার নেই। কিন্তু যেহেতু আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা বৈধ হবে না। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করতে হবে।

٢٠٩٠ . بَابُ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَ هُوَ لاَ يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَهَا صَدَاقُهَا

২০৯০. পরিচ্ছেদ ঃ বেশ্যার উপার্জন ও অবৈধ বিবাহ। হাসান (র) বলেছেন, যদি কেউ অজান্তে কোন মুহাররাম মহিলাকে বিয়ে করে ফেলে, তবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। মহিলা নির্দিষ্ট মোহ্র ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। তিনি পরবর্তীতে বলেছেন, সে মোহ্রে মিসাল পাবে

٤٩٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ -

banglainternet.com

৪৯৫৫ 'আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কুকুরের মূল্য, গণকের পারিশ্রমিক এবং বেশ্যার উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٩٥٦ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِيْنَ -

৪৯৫৬ আদাম..... আবূ জুহায়ফা (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন উল্কি অংকনকারিণী, উল্কি গ্রহণকারিণী, সুদ গ্রহিতা ও সুদ দাতাকে। তিনি কুকুরের মূল্য ও বেশ্যার উপার্জন ভোগ করতে নিষেধ করেছেন। চিত্রকরদেরকেও তিনি অভিসম্পাত করেছেন।

٤٩٥٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ -

৪৯৫৭ 'আলী ইব্ন জা'দ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। অবৈধ পন্থার মাধ্যমে দাসীর উপার্জিত অর্থ ভোগ করতে নবী ﷺ নিষেধ করেছেন।

٢٠٩١ . بَابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُوْلِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُوْلُ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَالْمَسِيْسِ

২০৯১. পরিচ্ছেদ ঃ নির্জনবাসের পরে মোহ্রের পরিমাণ, অথবা নির্জনবাস ও স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে স্ত্রীর মোহ্র এবং কিভাবে নির্জনবাস প্রমাণিত হবে সে প্রসঙ্গে

٤٩٥٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا، فَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوْبُ فَقَالَ لِيَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ فِي الْحَدِيْثِ شَيْءٌ لاَ أُرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ الرَّجُلُ مَالِيْ قَالَ لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ -

৪৯৫৮ 'আমর ইব্ন যুরারা (রা)..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'উমরকে জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কেউ তার স্ত্রীকে অপবাদ দেয়? তিনি বললেন, নবী ﷺ আজলান গোত্রের এক দম্পতির বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্ জানেন তোমাদের দুজনের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ কি তাওবা করতে রাযী আছ? তারা উভয়ে অস্বীকার করল। তিনি পুনরায় বললেন ঃ আল্লাহ্ অবহিত আছেন তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কাজেই তোমাদের মধ্যে কে তাওবা করতে রাযী

banglainternet.com

আছ? তারা কেউ রাযী হল না। এরপর তিনি তাদেরকে পৃথক করে দেন। আইয়্যুব বলেনঃ 'আমর ইব্‌ন দীনার আমাকে বললেন, এই হাদীসে আরো কিছু কথা আছে, আমি তা তোমাকে বর্ণনা করতে দেখছি না। রাবী বলেন, লোকটি তখন বলল, আমার মাল (স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহর) ফিরে পাব না? তিনি বললেন ঃ তুমি কোন মাল পাবে না। যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবুওতো তুমি তার সাথে সংগম করেছ। আর যদি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে তো কোন প্রশ্নই আসে না।

٢٠٩٢ . بَابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِيْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : لاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ وَقَوْلِهِ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمُلاَعَنَةِ مُتْعَةً حِيْنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا

২০৯২. পরিচ্ছেদ ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীর যদি মোহর নির্ণিত না হয় তাহলে সে মুত'আ পাবে। কারণ মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ তোমরা নিজেদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করা কিংবা তাদের জন্য মোহর ধার্য করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো। বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সামর্থ্যানুযায়ী..... তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সব দেখেন। আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে প্রথামত কিছু দেওয়া মুত্তাকীদের কর্তব্য। আর লি'আনকারিণীকে তার স্বামী তালাক দেওয়ার সময় নবী ﷺ তার জন্য মুত'আর কিছু দিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন নি

٤٩٥٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَالِي قَالَ لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا

৪৯৫৯ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ই তোমাদের হিসাব গ্রহণ করবেন। তোমাদের একজন মিথ্যুক। তার (মহিলার) ওপর তোমার কোন অধিকার নেই। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাল? তিনি বললেন ঃ তোমার কোন মাল নাই। তুমি যদি সত্যই বলে থাক, তাহলে এ মাল তার লজ্জাস্থানকে হালাল করার বিনিময়ে হবে। আর যদি মিথ্যা বলে থাক, তবে এটা চাওয়া তোমার জন্য একান্ত অনুচিত।

banglainternet.com